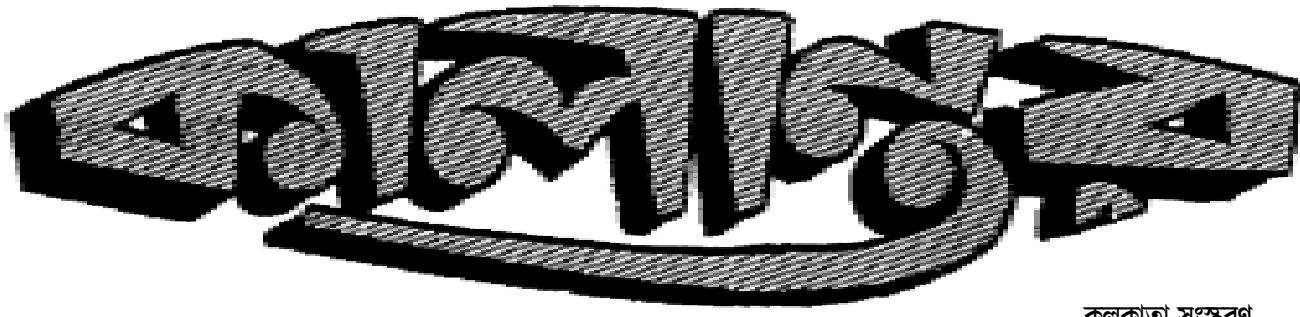




ডাকাড
লুট
মধ্যপ্রদেশে
লকআপ থেকে
কুখ্যাত
ডাকাতকে
হাড়িয়ে নিয়ে
পালাল দুস্থতীরা
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

প্লাটিপাস
অপহরণ
অস্ট্রেলিয়ার
কুইন্সল্যান্ডের
ত্রিসবেনের মোরেফিল্ড
শহরের জলাশয় থেকে
প্লাটিপাস অপহরণ
করল এক যুবক
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৮০ সংখ্যা □ ৯ এপ্রিল, ২০২৩ □ ২৫ চৈত্র ১৪২৯ □ রবিবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 180 • 9 April, 2023 • Sunday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

সংসদীয় কমিটির সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

লোকসানের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির হাল ফেরাতে পদক্ষেপ নিক কেন্দ্র

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : ভারী শিল্প মন্ত্রকের অধীনে থাকা ১৬ টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মধ্যে লোকসানে চলছে ৫টি সংস্থা। যার মধ্যে অন্যতম হল হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন এবং, হিন্দুস্তান মেশিন টুলস (এইচএমটি)। জানা গেছে, এইচইসি ও এইচএমটি ছাড়াও লোকসানে চলা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে— ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, রাজস্থান ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টস লিমিটেড এবং এনইপিএ লিমিটেড।

এই রুগ্ন ও লোকসানে চলা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির হাল ফেরাতে কেন্দ্রকে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সংসদীয় কমিটি। শিল্প সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির শীর্ষে রয়েছেন ডিএমকে সাংসদ তিরুচি শিবা। সম্প্রতি, সংসদের বাজেট অধিবেশনে রিপোর্ট পেশ করে তিনি জানান, গত কয়েক বছর ধরে লোকসানে চলছে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন। আর, ২০২৩-২৪ সালের বাজেটে এই সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ১ কোটি ১০

হাজার টাকা, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। কমিটি সুপারিশ করেছে— হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন-র পরিস্থিতির উন্নতির জন্য যৌথভাবে শিল্প মন্ত্রককে প্রচেষ্টা চালানো উচিত। প্রয়োজন হলে প্রস্তাবিত অর্থবরাদ্দ থেকেও অতিরিক্ত তহবিল সরকারের কাছে চাইতে পারে মন্ত্রক। রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার জন্য সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেই পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ জানানো উচিত শিল্প মন্ত্রকের। গত কয়েক বছরে, ভারী

শিল্প মন্ত্রকের অধীনে থাকা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সংখ্যা ধীরে ধীরে কমেছে। এই প্রেক্ষাপটে রুগ্ন ও লোকসানে চলা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ্য করেছে রাজসভার উচ্চ-পর্যায়ের সংসদীয় কমিটি। কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং লোকসানে চলা ইউনিটগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে ভারী শিল্প মন্ত্রককে। যাতে, আগামীতে আর কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধ না হয়।



শনিবার রাজ্যে সম্প্রীতি রক্ষায় লাল পতাকার মিছিল চলেছে পার্ক সার্কাস থেকে ধর্মতলা অভিমুখে।

ফটো : পূর্বাদি দাস

রিষড়াকাণ্ডের জেরে পুলিশে রদবদল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রিষড়াকাণ্ডের জের! রিষড়া থানাকে নিয়ে নতুন সার্কেল তৈরি করল চন্দননগর পুলিশ। তার দায়িত্ব দেওয়া হল প্রবীর দত্তকে। প্রবীর দত্ত রিষড়া থানার প্রাক্তন ওসি। তিনি চন্দননগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে ছিলেন। রিষড়া থানার ওসি থাকার সুবাদে তাঁর অভিজ্ঞতা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজে লাগবে বলে মনে করছে চন্দননগর পুলিশ। গত রবিবার রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে অশান্তি ছড়ায় রিষড়ার কয়েকটি এলাকায়। পরদিন রিষড়া ৪ নম্বর রেলগেট এলাকায় ফের অশান্তির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। আহত হন রিষড়া থানার ওসি পিয়ালি বিশ্বাস, শ্রীরামপুর থানার আইসি দিব্যেন্দু দাস সহ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী। সেই ঘটনার পর এক সপ্তাহ হতে চলল। ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের পথে রিষড়া। তবে এখনও জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় রিষড়ার বিভিন্ন এলাকায় টহল চলেছে পুলিশের। এমনত অবস্থায় ওসির কাজকে তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য তাঁর উপর একজন সার্কেল ইন্সপেক্টরকে নিযুক্ত করা হল। প্রসঙ্গত, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেরটের অধীনে ৭টি থানা রয়েছে। তারমধ্যে একমাত্র রিষড়া থানা-ই ওসি থানা। বাকি ৬টি থানা আইসি থানা। এবার থেকে রিষড়া থানাও একজন ইন্সপেক্টরের তত্ত্বাবধানে চলে এল।

সম্প্রীতি রক্ষায় কলকাতায় লাল পতাকার বিশাল মিছিল

স্টাফ রিপোর্টার : রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আরএসএস-বিজেপি এবং তৃণমূলের পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও দাঙ্গার বিরুদ্ধে কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের ডাকে কলকাতার রাস্তায় বের হল বিশাল শান্তি মিছিল। শনিবারের এই শান্তি মিছিল আবার প্রমাণ করল বামফ্রন্ট কোনভাবেই কোনও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপোস করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। এদিন নেতৃবৃন্দ জানিয়ে দেন হাওড়া ও কলকাতায় বামদলগুলি শান্তি মিছিল করেছে। আরও বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোণায় কোণায় এই শান্তি মিছিল হবে। আগামী ৯-১০ এপ্রিল দু'দিন ব্যাপী দুই ধাপে বামদলগুলির ডাকে ছগলির রিষড়া থেকে হাওড়ার শিবপুর কাজীপাড়া পর্যন্ত। ১৬ কিলোমিটার মিছিল হবে।

এদিন কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয় বিকেল সাড়ে তিনটায়। মিছিল

পার্কসার্কাস সাতমাথা মোড়, নুরুল হাসান সরণি, মল্লিক বাজার মোড়, এজেন্সি বোস রোড, নোনাপুকুর ট্রাম ডিপো, ইলিয়ট রোড, রয়েড স্ট্রিট, বাটার মোড়, রফি আহমেদ কিসোয়াই রোড, গোলতলা, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, মওলানা আজাদ কলেজ, লোটাস মোড়, জানবাজার মোড়, কর্পোরেশন মোড়, চৌরঙ্গী মোড় হয়ে মেট্রো চ্যানেলের সামনে শেষ হয়। এদিনের মিছিলের প্রধান স্লোগান ছিল, ধর্মীয় উৎসবে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে, বাংলার চিরাচরিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে, সম্প্রীতি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের ব্যর্থতাকে জানাই থিকার।

এদিন মিছিলে পা মেলান কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের আহুয়ার কল্লোল মজুমদার, সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য রামচন্দ্র ডোম, সিপিআই কলকাতা জেলা সম্পাদক প্রবীর দেব, দলের কলকাতা জেলা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

রিষড়াকাণ্ডে পুলিশের রিপোর্ট আদালতে

মিছিল থেকে উসকানিতেই অশান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রিষড়ায় অশান্তির ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিল পুলিশ। ওই রিপোর্টে সামনে এসেছে চাঞ্চল্যকর দাবি। পুলিশের দাবি, মিছিল থেকে ক্রমাগত উসকানি দেওয়া হয়েছে। তার ফলে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২ এপ্রিল অর্থাৎ রবিবার রামনবমীর মিছিল থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে অশালীন ভাষার প্রয়োগ করা হয়। ইট, পাথর ছোঁড়া হয়। মিছিলে তলোয়ার, আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করা হয়। বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হয় ডিজে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারাও ইট, পাথর ছোঁড়া শুরু করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়। এলাকা শান্ত করাতে গিয়ে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পুলিশকে বাঁশ, লাঠি, ইট, পাথর দিয়ে আক্রমণ করা হয়। পুলিশের গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরদিন অর্থাৎ ৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বিশাল পুলিশবাহিনী শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে টহল দিতে দিতে রিষড়া এলাকার চার নম্বর রেলগেটের কাছে পৌঁছায়। সেই সময় ৫০০ থেকে ৬০০ স্থানীয় মানুষ জমায়েত হয়। পুলিশের উদ্দেশ্যে অশালীন মন্তব্য করে। এরপরই তারা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছুঁড়তে থাকে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আরও বাহিনী ডাকা হয়। এবং পুলিশবাহিনী উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করার সবরকম চেষ্টা করে। কিন্তু জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বাঁশ, লাঠি, ইট, পাথর দিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। একটি সরকারি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ বাধ্য হয়ে কাঁদনে গ্যাস, রাবার বুলেট ব্যবহার করে। জনতা আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। পুলিশকে খুন করে ফেলব এই হুমকি ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

অমৃত ভারতের নামে উজাড় ভারত শুরু খড়গপুরেও এক নোটসে হাজার হাজার দোকান ও বসতি উচ্ছেদ করছে রেল

সংবাদদাতা : ৭০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে খড়গপুর রেল কলোনির জন্য অমৃত ভারত প্রকল্পে। কিন্তু, কি উত্তি করতে? সার্ভারতীয় এই প্রকল্পের মতো এখানেও আসলে ঐ খালি জায়গা কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেবার নেওয়া হয়েছে। এতে খড়গপুর রেল নগরীতে প্রায় ৫ হাজারের বেশি রেল অনুমোদিত দোকান উচ্ছেদ এর নোটস জারি করেছে খড়গপুর রেল অধিকারিকরা। আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত অনুমোদিত দোকান ও অনুমোদিত নয় এমন দোকানগুলিকে খালি করতে হবে। না হলে জোর পূর্বক দোকানগুলি খালি করা হবে। ফলে কয়েক হাজার মানুষের জীবিকার সংশয় তৈরি হয়েছে।

শুধু তাই নয়, দোকান ছাড়াও রেলের জায়গায় বসবাস করেন কয়েক হাজার মানুষকেও উচ্ছেদের পরিকল্পনা চলছে। যারা ব্রিটিশ আমল থেকে এই বস্তিগুলি বসবাস করছেন। তাদের মধ্যেও তীব্র আশংকা দেখা দিয়েছে।

এ বিষয়ে এআইটিইউসি'র পক্ষ থেকে রেল অধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে বিকল্প বন্দোবস্ত না করে উচ্ছেদ করা যাবে না। বহু রেলের খালি জায়গা পড়ে আছে, যেখানে এদের পুনঃবাসন সম্ভব। তা না করে মূলত খালি জায়গা করপোরেট হস্তান্তরের দিকে এগোতে চাইছে রেল। এআইটিইউসি'র পক্ষ থেকে বিষয়টি ডিআরএম, দক্ষিণপূর্ব রেলের জিএম ও সিআরবি (সিও) রেল ভবনকে জানানো হয়েছে। রেল অধিকারিকরা জানান, ৭০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে অমৃত ভারত দ্বিমো। ফলে বিষয়টি রেলবোর্ডের নির্দেশ। কিন্তু, এআইটিইউসি'র পক্ষে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সুরহা না হলে খড়গপুরের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

এনসিইআরটি-র পাঠ্যপুস্তকে বদল বিকল্প বই প্রকাশের ভাবনা কেরালা সরকারের

থিরুভানন্তপুরম, ৮ এপ্রিল : এনসিইআরটি-র বই থেকে বিভিন্ন বিষয় বাদ দেবার প্রতিবাদে সম্পূর্ণ অন্য পথ নিতে পারে কেরালায় বাম সরকার। শনিবার কেরালা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডি শিবানকুটি জানিয়েছেন, এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কেরালা সরকার বিকল্প বই আনবার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। শনিবার থিরুবনন্তপুরমে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রাজ্যের বাম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যেভাবে আরএসএস-এর পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা হচ্ছে তা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেবে না কেরালা সরকার। এই প্রসঙ্গে শিবানকুটি বলেন, কেরালা এই পরিবর্তন মানবে না আমরা সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধি নিয়ে এনসিইআরটি-র পুনর্গঠনের দাবি জানাচ্ছি। যদি প্রয়োজন হয় কেরালা সব ক্ষেত্রে পরিবর্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করবে। এই মুহূর্তে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে এনসিইআরটি সমস্ত শিক্ষাবর্ষের জন্য নতুন বই প্রকাশ করছে। এনসিইআরটি জানিয়েছে, শুধুমাত্র ইতিহাস বইতেই নয়, ছাত্রদের পঠনপাঠনের বোঝা কমাতে সমস্ত বিষয়ের বইতে বদল আনা হবে।

প্রগতি লেখক সংঘের মধুসূদন দ্বিশতবর্ষ পালন

বিদ্রোহের পথ মাইকেল সেদিনই দেখিয়ে গেছেন

তাপস মৈত্র : উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার ও প্রহসন রচয়িতা এবং বাংলার নবজাগরণের অন্যতম যুগপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শনিবার কলকাতার কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে প্রগতি লেখক সংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হল। আলোচনা, কাব্যপাঠ, সঙ্গীতের মাধ্যমে। আলোচনা থেকে এক অমোঘ বার্তা বেরিয়ে আসে। তাহল, বর্তমান সময়ে দেশে অবৈজ্ঞানিক, কাল্পনিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মিথ্যার বেসাতিতে প্রগতিচিন্তাকে ভুলিয়ে দেবার আগ্রাসন চলেছে। তখন মাইকেল সেই দু'শো বছর আগে যে জিহাদ ও প্রচলিত ধারণাগুলি ভাঙার সৃষ্টি করে গেছেন। যা আজও পাথের। এমনকি, যেভাবে পাঠ্য পুস্তক থেকে ইতিহাস ও প্রগতিশীল সিলেবাস বাতিল করা হচ্ছে তাতে মধুসূদনের বিষয়টিও যে বাদ দেওয়া হবে না

কে বলতে পারে! তাই, বর্তমান সময়ে মধুসূদন চর্চা কেবল চর্চা নয়, আন্দোলন। জনাকীর্ণ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রগতি লেখক সংঘের রাজ্যসভাপতি অমলেন্দু দেবনাথ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক বিশিষ্ট সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, কার্যকরী সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তী, যুগ্ম-সম্পাদক পার্থ প্রতীম কুণ্ডু, দু'ই আমন্ত্রিত বক্তা অধ্যাপক স্বপন পাণ্ডা ও অধ্যাপক সঞ্জীব দাস এবং কালান্তর পত্রিকার সম্পাদক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সীমা ভট্টাচার্য-র সূচনা সংগীতের মাধ্যমে আজকের সভা শুরু হয়। প্রারম্ভিক ভাষণে অমলেন্দু দেবনাথ বলেন যে এই উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োচিত। বাংলা সাহিত্যের এই প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব'র জন্মের দ্বি-শত বর্ষ পালন আমাদের অবশ্য কর্তব্য। রাজ্য সম্পাদক বিশিষ্ট ২ পৃষ্ঠায় দেখুন



শনিবার কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে মাইকেল স্মরণ।

ফটো : সুদীপ দাস

পাচারের আগে উদ্ধার কোটি টাকার সোনা

হাতেনাতে গ্রেপ্তার বনগাঁর দম্পতি–সহ ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা : সোনা পাচারই পারিবারিক পেশা। প্রথমে বাংলাদেশ থেকে সিভিক্‌সেটের হাত দিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ। এরপর বনগাঁ থেকে উত্তর শহরতলি হয়ে বড়বাজার। এই রুটেই বিপুল পরিমাণ সোনা পাচারের ছক কষেছিল বনগাঁর এক সোনা পাচারকারী। কিন্তু মধ্য কলকাতার বড়বাজারের সোনাপট্টিতে সোনা পৌঁছনোর আগেই তা ধরে ফেলল কেন্দ্রীয় সংস্থা ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স। ডিআরআই–এর হাতে ধরা পড়ল ১ কোটি ২১ লাখ ২৫ হাজার টাকার সোনার বিষ্ফুট। প্রায় দু কিলো সোনা ধরা পড়েছে। এই ব্যাপারে দু দফায় মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেন ডিআরআই আধিকারিকরা। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে এক দম্পতিও। ওই মহিলাকে কাজে লাগিয়েও সোনা পাচার করা হত, এমনই অভিযোগ ডিআরআইয়ের। ডিআরআই সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় বৃহস্পতিবার ডানলপ থেকে ধরা পড়ে অতনু ঘোষ, অভিজিৎ বিশ্‌বাস ও দোলন বিশ্‌বাস। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৭৭ লাখ টাকার সোনার বিষ্ফুট উদ্ধার হয়। এর পর তম্ভক করে শুক্রবার সকালেই লেকটাউন থেকে ধরা পড়ে মহাদেব হালদারও গণেশ রক্ষিত নামে আরও দুই পাচারকারী। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৫০ লাখ টাকার সোনার বিষ্ফুট উদ্ধার

করেন গোয়েন্দারা। ডিআরআই–এর এক আধিকারিক জানান, এই পুরো চক্রের মাথা হচ্ছে সুকুমার হালদার নামে এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তিই মূলত বাংলাদেশ থেকে সোনার বিষ্ফুট ও সোনার বাট পাচার করে। সে ভারত ও বাংলাদেশের সোনা পাচারকারী সিভিক্‌সেটের এক অন্যতম সদস্য। তার বাংলাদেশে যাতায়াত রয়েছে বলে অভিযোগ ডিআরআইয়ের। পাচার হওয়া সোনা বড়বাজারের সোনাপট্টিতে গলিয়ে ফেলার পর তা দিয়েই গয়না তৈরি করা হয়। পরে সুকুমারের সিভিক্‌সেটই সেই সোনার গয়না ফের চোরাপথে সীমান্ত পার করে পাচার করে বাংলাদেশে। ডিআরআইয়ের আধিকারিকরা সম্প্রতি খবর পান যে, সুকুমারের সিভিক্‌সেট প্রচুর পরিমাণ সোনা বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে পাচার করেছে বনগাঁয়। ডিআরআই কর্তাদের অভিযোগ, সুকুমার নিজের পরিবার ও আত্মীয়দের কাজে লাগিয়েই কলকাতায় সোনা পাচারের ব্যবস্থা করে। সেইমতো সুকুমার তার দুই ভায়রাভাই অতনু ও অভিজিৎ এবং শ্যালিকা দোলনের হাতে সোনা তুলে দেয়। মহিলার ব্যাগে সোনা থাকার ফলে কেউ সন্দেহও করেন না। আবার একই সঙ্গে সুকুমার সোনা দেয় দুই আত্মীয় মহাদেব ও গণেশকে। বৃহস্পতিবার সকালে পাঁচজন বনগাঁ লোকালে উঠে শিয়ালদহের দিকে রওনা দেয়। যদিও

সুকুমারের পরিকল্পনামতো দুর্গানগর স্টেশনে নেমে পড়ে পাঁচজনই। মহাদেব ও গণেশ যে প্রতিনিয়ত কলকাতায় যাতায়াত করে, তা তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মাছুলি টিকিট দেখেই বোঝা গিয়েছে।

এরপর বাসে করে দম্পতি অভিজিৎ–দোলন ও অতনু ডানলপে আসে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডিআরআই–এর গোয়েন্দারা ডানলপেই ফাঁদ পাতে। সাতটি সোনার বিষ্ফুট নিয়ে ধরা পড়ে মহিলা–সহ তিনজন। তাদের টানা জেরা করেই অন্য দু জন সোনা–সহ ধরা পড়ে। শুক্রবার পাঁচজনকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্তদের আইনজীবীর দাবি, এক কোটি টাকার উপর সোনা উদ্ধার জামিন অযোগ্য হলেও ধৃতদের কাছ থেকে আলাদাভাবে দু দফায় সোনা উদ্ধার হয়েছে। একেকটি দফায় উদ্ধার সোনার পরিমাণ এক কোটির অনেক কম। তাই তাদের জামিনের আবেদন জানানো হয়। যদিও ডিআরআইয়ের আইনজীবী জামিনের বিরোধিতা করেন। দু পক্ষের বক্তব্য শুনে ধৃতদের শর্তসাপেক্ষ জামিনের নির্দেশ দেন বিচারক।

যদিও ধৃতদের জেরা করা হবে। সোনা পাচারকারী চক্রের মাথা সুকুমার হালদারের সন্ধানে তল্লাশি চলছে বলে জানিয়েছে ডিআরআই।

ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী কর্দর্দকহীন স্বামী

স্টাফ রিপোর্টার : স্ত্রী সংকটে ভুগছিলেন ওই মারণরোগ ক্যানসারে ভুগছেন। চিকিৎসার পিছনে সব সংরয় শেষ। দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ায় নিজেও আর কাজ করতে পারেন না। এমনই চরম আর্থিক সংকটে পড়ে অসুস্থ স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন এক শ্রৌঢ়া। শুক্রবার যাদবপুরে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন সকাল ৯.২৫ মিনিট নাগাদ যাদবপুর ১৩৯ চিত্তরঞ্জন কলোনির বাড়ি থেকে বৈজনাথ প্রসাদ (৬২) ও জলি প্রসাদের (৫৭) মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আদতে বিহারের বাসিন্দা। ৩২ বছরের দাম্পত্য জীবন। বৈজনাথ গাড়িচালক ছিলেন। কিন্তু চোখের সমস্যার জন্য কাজ চলে যায়। প্রায় সাতমাস ধরে তাঁর কাজ নেই। টিনের ছাউনি দেওয়া একটি ঘরে থাকতেন। এদিকে সংসারের খরচ চালাতে পারছিলেন না। তার ওপর স্ত্রীর মারণরোগের চিকিৎসাভার। চরম আর্থিক

সংকটে ভুগছিলেন ওই দম্পতি। যে কারণে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর হামেশাই ঝামেলা লেগে থাকত। এদিন প্রথমে তিনি স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করেন। মৃত্যু নিশ্চিত করতে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দেন। তারপর ঘরের সিলিংয়ের সঙ্গে ওই গামছা দিয়ে নিজে গলায় দড়ি দেন। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন ঘরের মেঝেতে স্ত্রীর দেহ পড়ে ছিল। সিলিংয়ে গলায় গামছা দিয়ে ঝুলছিলেন স্বামী। ঘর মুতুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আর্থিক সমস্যা ও অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বৈজনাথ। এদিন আনন্দপুরেও এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম রতন বন্দ্যোপাধ্যায় (৫০)। নোনাডাঙা রেলওয়ে কলোনির বাসিন্দা সিলিংয়ে গলায় গামছা দিয়ে ঝুলছিলেন।

মূল্যবৃদ্ধি, গণতন্ত্র হত্যা, ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগের দাবিতে বেনিনয়ম ও টাকা লুটের প্রতিবাদে সূষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বামফ্রন্টের ডাকে জেলা শাসক দপ্তরের সামনে
অবস্থান বিস্কোড সমাবেশ
১০ এপ্রিল সোমবার
বেলা ১২টা ৩০মিনিট থেকে বিকেল ৫ টা
বক্তা : স্বপন ব্যানার্জি, মহম্মদ সেলিম, সুভাষ নন্দর, সুজন চক্রবর্তী, ডলি রায়

কুলটিতে বিস্ফোরণে উড়ল ছাদ, আটক ২

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিকট বিস্ফোরণে উড়ল বাড়ির রান্নাঘরের টিনের চাল। কুলটি থানার সাকতোড়িয়ার ময়লাগাদা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। পারিবারিক শত্রুতায় বিস্ফোরণ বলেই দাবি গৃহকত্বীরা। যদিও স্থানীয়দের মত, বাড়িতে বিস্ফোরক মজুত করা িল। তাতেই বিস্ফোরণ। গৃহকত্বীর দাবি, শুক্রবার রাত। ঘড়ির কাঁটার তখন রাত ২টো। আচমকা বিকট শব্দ শোনা যায়। ঘুম ভেঙে যায় তাঁদের। পরিবারের সদস্যরা দেখেন রান্নাঘরের চাল উড়ে গিয়েছে। আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান তাঁরা। স্থানীয়রাও জড়ো হয়ে যান। আতঙ্কিত প্রায় সকলেই।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কুলটি থানার পুলিশ। কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল, তা খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। পুলিশ এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাড়ির মালিক শুভাশিস ঘাসি এবং তাঁর ছেলেকে আটক করেছে। স্থানীয়দের দাবি, ওই বাড়ির ভিতরে ডিনামাইট বা কোনও বিস্ফোরক মজুত করা ছিল। তা থেকেই বিস্ফোরণ। যদিও সেই দাবি খারিজ করেছেন গৃহকত্বী। দাবি, পারিবারিক শত্রুতার জেরে তাঁর ননি বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করেছে। বিস্ফোরক নাকি পারিবারিক শত্রুতা, বিস্ফোরণের নেপথ্য কারণের খোঁজে পুলিশ।

লরির ধাক্কায়

মৃত কনস্টেবল

স্টাফ রিপোর্টার : ফের সাত সকালে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু। এবার পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক পুলিশ কনস্টেবল। মৃত পুলিশকর্মীর নাম শিশির মণ্ডল। তিনি ঠাকুরপুকুর থানায় কর্মরত ছিলেন। বালির লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, শনিবার সকালবেলা কনস্টেবল শিশির মণ্ডল বেহালা চৌরাস্তা থেকে ডিউটি করে ঠাকুরপুকুর থানায় ফিরছিলেন। সে সময় ঠাকুরপুকুর থানার সামনে আচমকা একটি বালির লরি তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। তখন শিশির বাঁকে ছিলেন। এর ফলে বাঁহক থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। তখন বালির লরির চাকা কনস্টেবলের গায়ে উঠে যায়। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন। তড়িঘড়ি বিন্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘাতক লরিকে আটক করেছে

শুভেন্দুর খাস তালুকে বিজেপি পদাধিকারীদের গণইস্তুফা

নিজস্ব সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে খোদ বিরোধী দলনেতার বিধানসভা কেন্দ্রে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেল। বিজেপির সংগঠনে ব্যাপক ভাঙন দেখা গেল শনিবারের বারবেলায়। শুভেন্দুর খাসতালুকে বিজেপি থেকে গণইস্তুফা দিতে শুরু করলে বিজেপি নেতা থেকে কর্মীরা। এমনকি গেরুয়া শিবির ছাড়লেন নন্দীগ্রামের মণ্ডল সভাপতি–সহ একাধিক কর্মীরা। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ঘাম ছুটে গিয়েছে বিজেপি জেলা নেতৃত্বের। কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচন এখন দুয়ালে। সেখানে এমন করে দল বেঁধে দল ছেলে দিলে নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

সূত্রের খবর, এবার সরাসরি

নেতৃত্বের উপর ক্ষোভ প্রকাশ


 এই সেই হতভাগ্য বাইক। ইনসেটে শিশির। ফটো : কালান্তর

ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। যদিও চালক ও খালাসি পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। উল্লেখ্য, একের পর এক শহরের বুকে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রত্যাকদিনই

কোথাও না কোথাও পথদুর্ঘটনা, মৃত্যু, এসব খবরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরবাসীর মধ্যে। এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানান নিত্যাত্রীরা।

শোরগোল পড়ে গিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রাজনীতিতে। কারণ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিরোধী দলনেতার খাসতালুকে এই ভাঙনে যথেষ্ট চাপের মুখে পড়তে চলেছে বিজেপি। তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতিকে দেওয়া ইস্তুফাপত্রে লেখা হয়েছে, আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মণ্ডলে ভারতীয় জনতা পার্টির সাংবিধানিক পদ্ধতি না মেনে মণ্ডল যেভাবে বিভাজন করা হল, তাতে আমার মনে হয় আমার এই পদে আর থাকা ঠিক হবে না। আমার কমিটির সকলেও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই মহাশয় আমরা সকলে সমস্ত পদ থেকে ইস্তুফা দিচ্ছি।

বিদ্রোহের পথ মাইকেল সেদিনই দেখিয়ে গেছেন

১ পৃষ্ঠার পর সাহিত্যিক কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর তাঁর ভাষণে বলেন যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন সমাজ, সংস্কারক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন যথার্থই এক প্রতিবাদী মুখ। ব্রিটিশ শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নীলদর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদ করে নীলচাষিদের প্রতিবাদ কে সমর্থন করেন। এইরকম মহাকবি কে স্মরণ করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কার্যকরী সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তী তাঁর কর্মকাণ্ড সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

মূল দুই আলোচ্য অধ্যাপক স্বপন পাণ্ডা ও সঞ্জীব দাশ মধুসূদন দত্তের মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথসহ দেশি–বিদেশি বহু ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ টেনে জানান মধুসূদনের হাতেই তথাকথিত পুরাণের নব রূপায়ণ ঘটলে, সাহিত্যে ও চৈতনায় মানুষ নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখলে, গতি পেল সত্যিকারের প্রগতি ভাবনা। আজকের অন্ধকার ধর্মীয় পরিস্থিতিতে মধুসূদন দত্তের মতো মুক্ত চিন্তার মানুষের বড়ো প্রয়োজন। এ–ব্যাপারে মিশেল হুগোর উদাহরণ দিয়ে ক্ষমতা ও প্রতিরোধের বিষয় জানান যা মধুকবির জীবন ও সৃষ্টির পরতে পরতে সুপ্রথিত। তাঁর সমাজ

বর্ধমানে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাতসকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মোটর ভ্যানের এবং ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কায় মৃত্যু হল দুজনের। জখম আরও দুজন। তাঁরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি পুলিশ দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর প্রতিবাদে পথ অবরোধ স্থানীয়দের। তার ফলে বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাহত যানচালাচল। শনিবার সকালে বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে

মীরহোবা এলাকার ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে একটি মোটর ভান এবং ট্রাক যাচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দুজন। মৃতেরা হলেন শেখ বাপি এবং শেখ কিরণ। জখম হন শেখ জয়নাল এবং শেখ বালি নামে দুজন। তাঁরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়দের দাবি, দুর্ঘটনার বহুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে

পৌঁছয় পুলিশ। তার প্রতিবাদে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জাতীয় সড়কে চলে অবরোধ। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করেন ময়নাতদন্তে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের ভরতি করা হয় হাসপাতালে। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কে যানচালাচল ব্যাহত হয়। সমস্যায় পড়েন যাতায়াতকারীরা।

সব আসনে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হবে তাই আগেভাগে কৌশলের গল্প বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার : সব আসনে প্রার্থী দেওয়ার ক্ষমতা নেই বিজেপির। এই ব্যর্থতা ঢাকতে আগেথেকেই ‘কৌশলের’ গল্প ফাঁদলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সাংবাদিকরা যখন ভাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, বিজেপি কি পঞ্চায়েত ভোটে সব আসনে প্রার্থী দিতে পারবে না? উত্তরে সুকান্ত মজুমদার জানিয়ে দেন, যেখানে আমরা প্রার্থী দেব না, সেখানে কৌশলগত অবস্থান নেবা। যদিও কী সেই কৌশল, তা খোলসা করেননি তিনি। রাজনৈতিক মহলের দাবি, রাজ্যে বিজেপির নিবিড় সংগঠন নেই। যা কিছু হুড়ুম দুড়ুম দেখি, তা বাইরে থেকে আনা দুষ্কৃতি ও ভাড়াটে লোকদের। বাকিটা পেটোয়া সংবাদ মাধ্যমের প্রচার। কার্যত বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। মিডিয়ায় মাঝে মাঝে সংবাদ মাধ্যমে প্রার্থী হওয়ার যে দৌড়ঝাঁপ শোনা যায়, তা সবটাই বিজেপির সাজানো। আসলে প্রার্থী করার মত প্রয়োজনীয় সদস্যই নেই। এটা দলীয় ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতা চাপা দিতেই আগেভাগে গেয়ে রাখছেন রাজ্য সভাপতি। ‘কৌশলের’ গল্প ফাঁদছেন। বামেদের পক্ষই থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, হারলে হারতে হবে, কোথাও বিজেপির সঙ্গে জোট করা হবে না। এটা জানার পর আর তো কোনও কৌশল হাতে থাকে না বিজেপির।

লাল পতাকার বিশাল মিছিল

১ পৃষ্ঠার পর সম্পাদকমণ্ডলির সদস্য নন্দ সেনগুপ্ত, ডা: তমোনাশ ভট্টাচার্য ও শ্যামাল মামা, দলের কলকাতা জেলা পরিষদ সদস্য জ্যোতিন চন্দ, পি.কে.সুরানা ও শঙ্কর চৌধুরী, ফরওয়ার্ড ব্লকের কলকাতা জেলা সম্পাদক জীবন সাহা, আরএসপি’র কলকাতা জেলা সম্পাদক দেবাশিস মুখার্জি। মিছিলে পা মেলান বিটিইএ–এর স্বপন মণ্ডল, সিআইটিইউ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অনাদি কুমার সাহু, ইউটিইউসি’র রাজ্য সম্পাদক দীপক সাহা, নিখিলবন্দ মহিলা সংঘের সর্বাণী ভট্টাচার্য। বামপন্থী দলের বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতা, ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক শাখার নেতা–কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। এদিন মেট্রো চ্যানেলের সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক ও সিপিআই(এম) কলকাতা জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার। তিনি বলেন, আরএসএস ও কর্পোরেট মদতপুষ্ট বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট দল। ভারতের ইতিহাস–ঐতিহাকে মুছে দিতে চাইছে। গুজরাট থেকে মুজফফরনগর, মুম্বাই থেকে সুরাট ও ভাগলপুরে তারা বড় বড় দাঙ্গা এবং গণহত্যা সংগঠিত করেছে। দেশকে তারা বিকিয়ে দিয়েছে বিভিন্নভাবে। অন্যভাবে আমাদের রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূলের দুর্নীতি ও হেঁরাচার সবাই জেনে ফেলেছে। বিজেপি এবং তৃণমূল সম্প্রতি সাগরদীঘি উপনির্বাচনে গোহারা হেরেছে। তৃণমূল হেরেছে আর বিজেপি’র জামানত জন্ম হয়েছে। আর দুটো দল ধর্মীয় ক্ষেত্রে অংশ নিয়ে একটি বাহিনারি তৈরি করে বাঁচতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝে গেছে। আমাদের রাজ্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নেতাজির রাজ্য। তাই এ রাজ্যের মানুষ ওদের এখন ঘৃণা করছে। ওদের ঘৃণা করুন যারা আমাদের রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে মদত দেয়। ওরা বিষ্ণুপুর, আমতলা, হাওড়ার শিবপুর, কাজীপাড়া, ছগলির রিষড়ায় আঙুন জালিয়েছে। কলকাতাতেও চেষ্টা করেছিল কিন্তু কলকাতার মানুষ রুখে দিয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রথম বলি হতে যাচ্ছিল কলকাতা

১ পৃষ্ঠার পর লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিল। সমস্ত টাকা তিনি হারিয়েছিলেন। এরজন্য তিনি ঋণ নেওয়ার পাশাপাশি বহু মূল্যবান জিনিস বিক্রি করেছিলেন। এমনকী মাগের পেশনশও সেখানে বিনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু, ওই যুবক খথের টাকা ক্ষেপাতে না পারায় তাঁকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। সেই অবসাদে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই যুবক। তাঁকে উদ্ধারের পর পরিবারের সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ। উল্লেখ্য, এ বছর বিদ্যাসাগর সেতুতে এ নিয়ে ৪টি এই ধরনের ঘটনা ঘটে। যার মধ্যে দুটো ক্ষেত্রে আত্মহত্যা রুখতে পেরেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, প্রতিবছরই বিদ্যাসাগর সেতু থেকে ঋণ দিয়ে ৭–৮ জন আত্মঘাতী হয়ে থাকেন। বিদ্যাসাগর সেতু থেকে ঋণ দেওয়ার প্রবণতা রুখতে তৎপর হয়েছে কলকাতা পুলিশ এবং সেতুর রক্ষাব্যব্ধপের দায়িজে থাকা সংস্থা ছগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরবিসি)। পাশাপাশি দুর্ঘটনা রুখতেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এরজন্য কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিদ্যাসাগর সেতুতে ১০ টি ক্যামেরা রয়েছে। তার মধ্যে ৬টি ক্যামেরা খারাপ হয়ে যায়। আমফানে এই সমস্ত ক্যামেরা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আরও একটি ক্যামেরা দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আপাতত তিনটি ক্যামেরা সেখানে কাজ চলছিল। এসবের কারণে সেখানে নজরদারিতে অসুবিধা হচ্ছিল। কিছুদিন আগেই এই সমস্ত ক্যামেরাগুলি মেরামত করার জন্য এইচআরবিসিকে চিঠি দিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। সেই সমস্ত ক্যামেরাগুলি মেরামত করা হচ্ছে।

উসকানিতেই অশান্তি

১ পৃষ্ঠার পর দিয়ে তলোয়ার এবং আয়ত্নেয়াস্ত দেখাতে থাকে। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন। রেল কর্তৃপক্ষের একটি গাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। রিষড়ায় ১৪৪ ধারা রয়েছে। তাতে বেকায়দায় পড়েছে বিজেপি। তারা এলাকায় ঢোকার জন্যে মরিয়া। তাই দিল্লি থেকে লোকজন আনিয়েছে। যদিও তাদের ফ্যান্সি ফাইন্ডিং টিম বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। শনিবার ওই কেন্দ্রীয় টিম রিষড়ায় ঢুকতে গেলে ১৪৪ ধারা চলছে জানিয়ে পুলিশ আটকে দেয়। দু পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ বচসার পর কমিটির সদস্যদের কার্যত খালি হাতেই ফিরে যেতে হয়। যদিও টিমের দাবি, কাল বা পরশু ফের তাঁরা আসবেন। পুলিশের দাবি, রিষড়ায় ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। বহিরাগতদের ঢুকতে দেওয়া যাবে না। যেমন এক বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদেরও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় টিমকে খোঁচা দিয়েছে তৃণমূলও। তাদের বক্তব্য, এখানে কেন? মুন্সেরে যাক। এখানে বন্দুক নিয়ে নাচে আর মুন্সেরে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। এরা রাজনৈতিক পথটক। এলাকায় উসকানি দিতে আসছে। এদের ঢুকতে দেওয়া উচিত না।



অলংকরণ : দেবনাথ নন্দী।

এবং বাংলা কবিতা...

✦ অভিজিৎ রায়

বাংলা কবিতা ধানবাদ ছাড়িয়ে যাবে কি না এ প্রশ্নের চেয়েও বড় প্রশ্ন বাংলা কবিতা কেন বাংলার প্রতিটি ঘরের চৌকাঠ টপকাতে অক্ষম হয়ে পড়ল? কেন বাংলা ভাষার কলেজ, ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বাংলার কবিতার অতীত এবং বর্তমান সম্বন্ধে উদাসীন?

বৃত্তের ভিতরে শুধু বৃত্ত আঁকলে আমরা ক্রমশ বিপ্লুর দিকে ছুটে যাই। বাংলা কবিতা এখন সেই বৃত্তাভিমুখী। ধানবাদ ছাড়িয়ে যাওয়া অনেক দূরের কথা কবির ফেসবুকের দেয়াল ভেঙে সে আর এগোতেই পারে না।

বাঙালি বাস্তব মেনে নিতে পারে না বলেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে মনে করে উন্নয়ন। ইদানিং বাঙালি বোধহয় বেকারত্ব বৃদ্ধির হার দিয়ে জিডিপির হিসাব কষতে কষতে ভুলে গেছে ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত’। এখন বাংলা কবিতা তাই এপাং, ওপাং, ঝপাং লাফে ধানবাদ পার করে ‘কবিতাবিতান’-এর উত্তরসূরী খুঁজছে পরবর্তী পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণার আগে।

‘ট্রোল’ আর ‘মিম’-এর সমাজ নির্মাণ করার গৌরবে কবি প্রতিদিন মঞ্চে উঠছেন। মুখে, সমস্ত শরীরে আলো মেখে কবি যখন নির্জন অন্ধকার চর্চার কথা বলেন তখন ভাষাদিবসের মঞ্চে তার ধুলোর সার্থকতা খুঁজে পাবার সারল্যে বাংলা কবিতা হতবাক হয়ে পড়ে। বাংলা কবিতা কী হতে পারত আর কী পারল না তার নব্বই ভাগ দায় যে কবিতা আকাদেমি আর বাংলা আকাদেমির তা এখন বাংলা ভাষার তিনটি শব্দ দিয়ে বর্ণিত হয়। এপাং, ওপাং, ঝপাং। যে আগুন প্রত্যেক বাঙালিকে পুড়িয়ে সোনা করতে পারত, আজ তা শুধুমাত্র বাঙালি ও বাংলা ভাষার চিতা জ্বালাতে ব্যস্ত। সমস্ত শিবির আজ শুধু পুরস্কার বিতরণের খেলায় মেতেছে। কার নামাঙ্কিত পুরস্কার কে পাচ্ছেন আর কেন পাচ্ছেন তা শুধু বুঝতে পারছি না আমরা। আমরা কারা? যাদের ক্ষমতা ছিল সুবোধ হবার কিন্তু নির্বোধ হয়েও আজ তারা রাজপথে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে সাড়ে সাতশো দিন—‘রূপমকে একটা চাকরি দিন’।

অনুপ্রেরণা

✦ মলয় পাত্র

যে শব্দ বিষিয়ে গেছে শুদ্ধ হতে তার কিছু সময় লাগবে তার কাঁধে হাত রেখে প্রগাঢ় সখ্যের ছবি বিজ্ঞাপনে নাটমঞ্চে গাছে গাছে টাঙিয়েছে যারা তাদের সে ঘৃণা করে

কেননা সে বিজ্ঞাপন নয়
সে এক ধ্রুবক তার অন্য কোনো মুখ নেই
যারা তাকে হাতে পায় বসায় মুখের পাশে
কৌশলে কপালে তার লেপে দেয় মিথ্যের কলুষ

তবু তার ফিরে আসা আছে।
একদিন অর্থ থেকে অপলাপ ঝরে গেলে
মানুষেরা তার এই কলঙ্কলিখন ভুলে গেলে
গভীর সংবেদ নিয়ে ফিরে আসা আছে
শুদ্ধ হতে শুধু কিছু সময় লাগবে।

মা এখানে এসো না!
একটা সেলফি তুলি।
মেয়ে কথাটা বারদুয়েক বলল
ঠিকই, কিন্তু সূজাতা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, মেয়ে কী তুলতে চাইছে। সেলফের উপরে কোনো ভারী জিনিস কি তুলতে চাইছে? একা তুলতে পারছে না!
মেয়ের কথা শুনে, সূজাতা রান্না করতে করতে খুন্তিখানা হাতে নিয়েই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে – কী তুলবি বল! ধরতে হবে?

অপালা নতুন মোবাইল ফোনটা হাতে ধরে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে —কিছু ধরতে হবে না। এখানে আমার পাশে দাঁড়াও। এই যে, এদিকে তাকাও। মোবাইলের দিকে।

মা পাশে দাঁড়াতেই অপালা মোবাইল ফোনে সেলফি ছবি তোলে। মা-কে দেখায়—এই দেখো, তোমাকে কী দারুন লাগছে!

ও মা! ছবি তুলবি, আসে বলবি তো! মাথাটাখা আঁচড়ে একটু ঠিকঠাক হয়ে নিতাম। মাথাটা যেন কাকের বাসা।

ন্যাচারাল ছবিই তো ভালো। দেখো, তোমাকে কত সুন্দর লাগছে।

আরে! দেখি দেখি, দাঁড়া! এ কী রকম ছবি তুললি! খুন্তিখানা তো আমার ডানহাতে, ছবিতে বাঁ-হাতে দেখাচ্ছে যে!

ওহ মা! তোমাকে আর কত যে শোষাবো! সেলফিতে ডানহাতটা বাঁ-হাত হয়ে যায়। আর বাঁ-হাত হয় ডানহাত, সব উল্টো।

সূজাতা অবাক হয়ে ভাবে —সব উল্টো হয়ে যায়! মানে বাঁদিকের বুকাটা ডানদিকে হয়ে যাবে! তাহলে তো কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সেদিন হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলেছেন, বাখাটা বুকের বাঁ-দিকে না হয়ে ডানদিকে হলে চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু ব্যথা যে বুকের বাঁ-দিকে। অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে। হাসপাতালে এসব করাতে অনেক সময় লাগবে। বাইরে থেকে করিয়ে নিন, চিরকুটে ল্যাবের ঠিকানা লিখে দিলাম।

হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় সূজাতা সেই ঠিকানাতে গিয়েওছিন। তারা সব দেখেটোঁখে বলেছে, সমস্ত টেস্ট করাতে হাজার পাঁচকে টাকা লাগবে।

সেদিন মেয়ে স্কুল থেকে ফেরার পর ওকে খেতে দিতে দিতে বলেছিল, অপু, বুকে ব্যথার জন্য আজ হাসপাতালে দেখাতে গিয়েছিলাম। ডাক্তার দেখেছেন একগালা টেস্ট লিখে দিলা। খোঁজ নিলাম, পাঁচহাজার টাকা লাগবে। থাক, ওপর করা ব না।

না মা, বুকে ব্যথা খুব খারাপ জিনিস। স্ট্রোক-ফোক হয়ে যেতে পারে। টেস্ট করাতেই হবে। আর কদিন সবুর করো। হেড দিদিমনি বলেছে, ট্যাব কেনার জন্য সরকার থেকে দশহাজার টাকা দেবে। তা থেকে তোমাকে পাঁচ হাজার দেবো টেস্ট করানোর জন্য। কিছুদিনের মধ্যে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছিল ঠিকই, কিন্তু মায়ের টেস্ট করানো হয়নি। দিদিমনি বলেছিলেন, সবাই দশহাজার টাকা ভুলে নীলুদার কাছে জমা দেবে। দশহাজারে তো ট্যাব হবে না। ওই টাকায় সবাইকে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন কিনে দেওয়া হবে। একসাথে অনেকগুলো কিনলে প্রতিটা দশ হাজারের মধ্যে হয়ে যাবে।

অপালা সেই মোবাইলফোন আজ স্কুল থেকে নিয়ে এসেছে। মা-কে নিয়ে সেলফি তুলেছে। অপালা এখন অধৈর্য—

কী হলো মা! সেলফিতে খুন্তিটা বাঁ-হাতে দেখানোয় তুমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলে মনে হচ্ছে! দাও দাও, কী খেতে দেবে দাও। খুব খিদে পেয়েছে।

সূজাতা আবার রান্নাঘরে ঢুকে যায়। অপালা কলঘরে হাত মুখ ধুচ্ছে। ওখানে ও একটা বড় আয়নার ভাঙা টুকরো কোনো

দিকবদল

✦ সুকুমার রুজ



অলংকরণ : সিদ্ধার্থ বসু

রকমে দেয়ালে লাগিয়ে রেখেছে। টুকরোটা কুড়িয়ে পেয়েছিল পাশের তিনতলা বাড়ির পেছনের গলিতে। ভেঙে গেছে বলে ফেলে দিয়েছিল হয়তো! ও এখন মুখখানা সাবান দিয়ে ঝোয়ার পর ওই আয়নায় মুখ দেখে। কই! খুব তো ফর্সা লাগছে না! সেই কালো-কুচ্ছিত মুখ। কিন্তু সেলফিতে মুখখানা বেশ ফর্সা ও সুন্দর লাগছিল। তবে কি সেলফিতে ডানদিক বাঁদিক পাল্টে যাওয়ার মত অসুন্দরও সুন্দর হয়ে যায়! সত্যিই সেলফি এক আজব জিনিস। মোবাইলে সেলফি ভিডিওও নাকি হয়। দন্তবাড়ির শুল্কা মাকেসাজে ওর দামি মোবাইলফোনে দেখায় ওর নিজের ভিডিও। টিক টক, না কী যেন বলে।

২

চৌঁট নাড়িয়ে হাত পা নেড়ে গান গায়। কী দারুন লাগে। যেন সিনেমার হিরোইন। কিন্তু শুল্কা দেখতে তেমন ভালো নয়। কী করে যে এসব হয়!

সূজাতা মেয়ের জন্য ভাত বাড়তে বাড়তে ভাবেন, সেলফি অনেকটা আয়নার মতো। আয়নাতে যেমন নিজেকে দেখলে ডান হাতটা বাঁহাত মনে হয়, সেরকম ওই মোবাইলফোনে নিশ্চয়ই কোন আয়না লাগানো আছে। কিন্তু ওষ্টুকু আয়নাতে সারা শরীরটা কি করে যে...!

আয়নার কথা মনে পড়তে সূজাতার মনে পড়ে যায় বহু বছর আগের কথা। তখন সদ্য বিয়ে হয়ে এই বাড়িতে এসেছে। বিয়ের বৌভাতের নিমন্ত্রণে নানাঞ্জে নানারকম উপহার দিয়েছে। কাচের শরবত সেট, ছবি রাখার আলবাম, চিনামাটির কাপ সেট।

কে একজন যেন একখানা বড় আয়না উপহার দিয়েছিল। কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো আয়নাটা পরে ওর খুব আনন্দ হয়েছিল। আর সে মানুষটো ওই আয়না দেখে খুব খুশি হয়েছিল। তারই কথায় আয়নাটা শোওয়ার ঘরে লাগানো হয়েছিল। প্রথম প্রথম যেদিন মানুষটার মন ভালো থাকতো, সেদিন ওকে কাছে ডেকে নিয়ে, ওকে জড়িয়ে ধরে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াতো। তখনও কপট রাগ দেখিয়ে বলতো, এমনিতে দেখে বুঝি মন ভরে না! আয়নায় দেখার কী আছে! আমার লজ্জা লাগে। মনে হয়, অন্য কেউ যেন আমাদের দেখছে।

সে বলতো, আয়নায় যে সবকিছু দেখা যায়। মুখ, বুক, এমনকি একদম বুকের ভেতর অবধি। তাইতো আয়নায় দেখি।

তখন ও তড়িঘড়ি বুকের ওপর আঁচল টেনে বলতো, যাহ, তুমি ভারি অসভ্য। সেই আয়নাটা আর নেই। কবে কীভাবে যেন ভেঙে গেছে, আর মনে নেই। দুপুরবেলা যখন ও বাড়িতে একা থাকতো, তখন শোওয়ার ঘরে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ও আয়নার সামনে দাঁড়াতো। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো। পুরো শরীরটা দেখতে ভালো লাগতো। সে মানুষটা বলে, আয়নায় নাকি বুকের ভেতর অবধি দেখা যায়। কই দেখা যাচ্ছে না তো! তবে কি আঁচলখানা সরালে...!

তুমি শুকনো মুড়ি খেয়েছিলে। তাহলে হয়তো অন্য কারণে ব্যথা হচ্ছে।

শোনো! পাঁচহাজার টাকা লাগে লাগুক, তুমি কালই টেস্টগুলো করিয়ে নাও। এত টাকা কোথায় পাবে! আমি ব্যবস্থা করব। তুই কী করে ব্যবস্থা করবি? নীলুদা বলেছে, সরকার টাকা দিয়েছে। মোবাইল কেনার কথা, কিনে দেওয়া হয়েছে। সরকারকে হিসেবে দিতে হবে তাই। এখন কেউ যদি মোবাইল ব্যবহার করতে না চাও, আমার কাছে নিয়ে আসবে। রামসাম দিয়ে কিনে নেব।

রামশ্যাম কী রে? ওই টাকাই আর কী। থোক টাকাকে বলে বোধহয়! কাল তাহলে নীলুদার কাছে মোবাইলটা ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে আসব। না না, তোকে মোবাইল ফেরত দিতে হবে না। আমি তো আর মোবাইল কিনে দিতে পারব না। স্কুল থেকে দিয়েছে যখন, তখন রেখে দে। কথাও বলা যাবে। আর ওই সেলফি-টেলফি তুলবি। শুধু দেখবি, বাঁদিকটা যেন বাঁদিকেই রাখা যায়। না মা, টাকা কাল জোগাড় করতেই হবে। তোমার বুকের বাঁদিকের ব্যথা না সারলে...! কী যে হয়েছে! ভালো করে দেখানো দরকার।

তোকে এত ভাবতে হবে না। তুই মন দিয়ে পড়াশোনা কর তো! কলেজে ভর্তি হয়ে পাস করে তোকে স্কুলের দিদিমনি হতেই হবে। মোবাইলে অনলাইন ক্লাস কর ভালো করে। আমাদের স্কুলের দিদিমনিরা অনলাইন ক্লাস নেয় না তো! বলে, সকলের মোবাইল, ট্যাব এসব নেই। কী করে অনলাইন হবে? তাছাড়া দিদিমনিদেরও অনেকের বোতাম টেপা ফোঁদ। ওতে ক্লাস নেওয়া যায় না।

তবুও তুই মোবাইল ফেরত দিস না। ওতে ফোন করা যায়, সেলফি তোলা যায়, আরও কত কিছু করা যায়। ঠিক আছে দেখি কী করা যায়। আর শোন না! বলছি যে, মোবাইলের আয়নার সামনে দাঁড়ালে বুকের ভেতর অবধি কি দেখা যায়? তাহলে দেখতাম বুকের বাঁদিকে ভেতরে কী হয়েছে।

এ আবার তোমার কেমন কথা মা! মোবাইলফোনে কি এক্স রে মেশিন লাগানো আছে? না, মানে তোর বাবা বলতো...। বাবা তো অনেক কিছুই বলতো মা। আমি আয়নার সামনে দাঁড়ালেই বাবা বলতো, ৩৯আয়নায় নিজেকে এত দেখার কী আছে! নিজের মনের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে হয়।

হ্যাঁ রে, ঠিকই বলতো তোর বাবা। তখন বুঝতাম না। এই যে আমি, এখন তো মনে মনেই নিজেকে দেখি। চোখ দিয়ে দেখার দরকার হয় না। বরং মনে মনে অনেক বেশি দেখা যায় আগের আমিটাকে, এখনকার আমিটাকে। মা, তুমি না মাঝে মাঝে কেমন কেমন কথা বল! শোনো! কাল আমি মোবাইলটা নীলুদাকে দিয়ে পাঁচহাজার টাকা নিয়ে আসব। তোমার নিষেধ শুনবো না।

শুনবি না যখন, তখন দিয়ে আসিস। তাহলে আর ওই সেলফি তোলার কথা মনে হবে না। ওতে যে সব পাল্টে যায় রে! ডানদিক বাঁদিক ঠিকঠাক থাকে না। বেশি সেলফি তুললে তুই যদি আবার পাল্টে যাস! তখন আমার কী হবে।

৪

অপালা মাকে জড়িয়ে ধরে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে—তুমি আমার একটা বোকা-হাঁদা মা। কিছুই জানো না। যাও, তোমারও ভাত বেড়ে আনো। একসাথে খাবো।



মুকুল

✦ খগেন্দ্রনাথ অধিকারী

তিন বছর আগে দেরাজতুল্যা শেখ যেদিন কলম বাঁধতে আসে হরেন বোসের বাড়িতে, সে দিনটা ছিল রামনবমী। আশ্রপলি গাছের একটা ডালের ছাল তুলে একটা অজানা আমের চারা জুড়ে দিয়ে যখন সে নিচে নেমে আসছে গুঁড়ি ধরে, তখন পাঁচিলের বাইরে রাস্তার উপর টান টান উত্তেজনা। দুদিক থেকে দুটো সশস্ত্র মিছিল আসছে স্লোগান দিতে দিতে। জয় সিয়ারাম ধ্বনি তুলে তরোয়াল, খাঁড়া, ঘোরাতে ঘোরাতে রামনবমীর মিছিল একদিকে রাস্তার অন্য মুখে নারাই তকবির, আল্লা হো আকবর বলে হাঁকতে হাঁকতে কুড়ুল, বল্লম, লাঠি হাতে আর একদল মানুষ এগিয়ে আসছে।

বিশাল পুলিশ বাহিনী মাঝখানে দাঁড়িয়ে অশান্তি প্রতিরোধে সজাগ রয়েছে। বোসবাবু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—বুঝলে দেরাজ, দেশটাকে এরা শান্তিতে থাকতে দেবে না। বাপের জন্মে রামনবমীর নামে এইসব কাণ্ডকারখানা দেখিনি।

—আমারও দাদাবাবু আল্লার নামে মোমিনদের কোনদিন লাঠি বল্লম নিয়ে পথে নামা চোখে পড়েনি। —আসলে কি জানো ভাই, একপক্ষ উস্কানি দিলে অন্য পক্ষও তার পাল্টা করবে।

—ঠিক তাই দাদাবাবু। তবে ভাববেন না।

—ভাবনা তো এসেই যায় দেরাজ। আমি একজন মাস্টারমশাই। বছরের পর বছর ধরে ছাত্রদের পড়িয়ে যাচ্ছি, এদেশ অশোক আকবরের দেশ, দারামিকো, রবীন্দ্রনাথের দেশ। সে দেশে আজ এসব কি হচ্ছে বলো তো? আমরা এখানে হিন্দু-মুসলিম সব ভাই ভাই এর মতো থাকি, ঈদ, বিজয়া সবতাতে সবাই আমরা একসঙ্গে আনন্দ করি। আর আজ এসব কি অসভ্যতা ধর্মের নামে?

—দাদাবাবু! আমি লেখাপড়া বেশি জানিনে। কলম বেঁধে খাই। এইটা বুঝি, একটা অচেনা গাছের ডাল একটা অচেনা চারার সঙ্গে ছালে ছালে জোড়া লাগে ঃ তার পর একটা নতুন গাছ হয়, সেই গাছে বোল হয়, ফল হয়। তবে যা একটু সময় লাগে। দেখবেন, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে এসব। শান্তিতেই থাকবো সবাই আমরা এই সোনার দেশে।

আজ তিন বছর বাদে দেরাজের হাতে তৈরি কলমের গাছে মুকুল হয়েছে ঃ ছোট ছোট গুঁটিও দেখা দিয়েছে আমের। সেদিকে তাকিয়ে হরেনবাবু নিজের মনে বলে ওঠেন—

এবার বৈশাখের মাঝামাঝি রমজান শুরু হবে, অক্ষয় তৃতীয়া হবে ৩০শে।

তখন এই আম দেবো কোনো একদিন সন্ধ্যায় দেরাজের ও তার আত্মীয়দের এগুরে। আর ভগবান শ্রী শ্রী গোপাল ও জগন্নাথ দেবের ভোগে। একরাশ ফাল্গুনি বাতাস বয়ে যায় ধীরে হরেন ও গাছটাকে ঘিরে।



কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৮০ সংখ্যা □ ২৫ টেড্র ১৪২৯ □ রবিবার

বিদ্যালয় শিক্ষার সংকট

এ রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষায় এক চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা দ্রুত কমছে। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় তা প্রকাশ পেয়েছে। একই রকমভাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুলছুটের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তর টাকার বিনিময়ে শিক্ষকের চাকরি দেবার ঘটনায় বিপর্যস্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষা দপ্তরের কেষ্টবিশ্বুরা দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই, ইডি’র হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেলবন্দি রয়েছেন। নতুন শিক্ষক নিয়োগ নেই। অর্থের বিনিময়ে যারা চাকরি পেয়েছিলেন তাদের অনেকেরই চাকরি চলে গেছে, তা সামাল দিতেই ব্যস্ত শিক্ষাদপ্তর। দ্রুত পড়ুয়া কমে যাবার ঘটনায় তারা আদৌ চিন্তিত কিনা বোঝা দায়। কিন্তু এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বেশিদিন চললে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা শিকেয় উঠবে। ইতিমধ্যেই বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে শুধু জোড়াতালি ব্যবস্থা দিয়ে তা ফিরিয়ে আনা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক সময় বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন ছিল। সার্বজনীন শিক্ষা ও তার পরে সর্বশিক্ষা মিশন চালু হবার পর সেই আইন অবশ্য চাপা পড়ে যায়। বর্তমানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনকে শুধু ফিরিয়ে আনা নয় তাকে বিস্তৃত করে বিদ্যালয় শিক্ষান্তরে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন চালু করা প্রয়োজন। সেই আইনের আওতায় রাজ্য সরকারের থেকে যারাই আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন তাদের পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি স্কুলে পড়ানোর আইন আনা থেকে মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে আমলা, কর্মচারী সহ যারাই সরকারি সাহায্য পান তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারি স্কুলে পড়াবার জন্য কঠোর আইন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে দিল্লিতে আপ সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মনীশ শিশোদিয়া যেভাবে সরকারি স্কুলে পরিকাঠামো আমূল পরিবর্তন করে আধুনিক সময়োপযোগী শিক্ষার জন্য সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন তা এরাজ্যেও করা হোক। এর মধ্য দিয়েই এরাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্ত বিদ্যালয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। কিন্তু একমাত্র ভোটের দিকে চেয়ে থাকা এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি কি শিক্ষাব্যবস্থার এই আমূল সংস্কারে বিন্দুমাত্র উৎসাহী। ভোট যাদের একমাত্র লক্ষ্য সেই দুটি দল ক্ষমতার জন্য নিজেদের মধ্যে বাইনারি করতে ব্যস্ত। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই।

নিরাপত্তার অভাব ও অসাম্য

নারেগা কি মডেল হতে পারে?

সুবীর মুখোপাধ্যায়

দেশে দেশে গণতন্ত্রের অধঃপতন ঘটে চলেছে, অথচ এই সবই শাসকেরা করে চলেছেন ভোট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসে। এক্ষেত্রে যারা জিতে আসছেন তাদের বাকচাতুরতা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে চলেছে এবং বিজয়ীদের গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে আদৌ কোনও আস্থা আছে বলে মনে না হওয়ায় মানুষ যেন ক্রমশ এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বটাই তাদের কাছে হারিয়ে যাচ্ছে বলে প্রতিভাত হচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন এর পিছনের কারণ হল—নিরাপত্তার অভাব এবং ক্রমবর্ধমান অসাম্য। এই নিরাপত্তাহীনতা—আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক। এরও পিছনে রয়েছে অনিশ্চয়তা। এই বিষয়গুলিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে সামনে এনে। প্রতিক্রিয়ার শক্তি এক্ষেত্রে পোশাক থেকে খাদ্যাভ্যাস, ইতিহাসের গলিপথ, অতীত গৌরবগাথাকে সুচারুভাবে ব্যবহার করে চলেছে। এর একটিই উদ্দেশ্য—নিজের অকর্মণ্যতার বিষয়গুলিকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া—এটাই বর্তমানে দস্তুর, এটি কর্তৃত্ববাদেই নামান্তর। এখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাহীনতা ও অসাম্যর বিরুদ্ধে যে ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন তা রাষ্ট্র নিতে অস্বীকার করে, সবকিছুই ছেড়ে দেওয়া হয় বাজার ব্যবস্থার উপর। এখানে ন্যূনতম আর্থিক আয়কেও অস্বীকার করা হয়।

বিভিন্ন আলোচনা ও তথ্য দেখাচ্ছে ভারতে আর্থিক অসাম্য এক চরম আকার ধারণ করেছে, যদিও সরকারি তথ্য এক্ষেত্রে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে কারণ নিয়মিত ভাবে সরকার তথ্য প্রকাশ করতে অনীহা দেখায়। অথচ আর্থিক অসাম্য বাড়তে থাকলে সেই অসাম্য নিয়ে উপস্থিত হয় শিক্ষাক্ষেত্রেও। শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগের অসাম্যও দেশকে নিয়ে যায় পিছনের দিকে। শুধু এখানেই শেষ নয়, আর্থিক অসাম্য পুষ্টি পাওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ অসাম্য আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে। সি এম আই ই’র ২০১৯ সালের একটি পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে ভারতের পঞ্চাশ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় তেরো হাজার টাকা বা তার কম। আর পরিষেবা গত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলির ৯০ শতাংশের আয় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বা তার কম। তথ্য বলছে এই আয়ের মানুষের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছ’কোটি। অর্থাৎ ১৪০ কোটির মধ্যে এরা নিতান্তই নগণ্য, অর্থাৎ ভারত যেন ক্রমশ এক চরম অসাম্যের দেশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এখানে মানুষের চাহিদাও ক্রমহ্রাসমান, বিপদ এখানেও। আয়ে অসাম্য, সুযোগে অসাম্য, নিরাপত্তাহীনতা এসবের একটিই উত্তর—আয়কে উচ্চতম স্তরে নিয়ে যাওয়া, যা কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় অসম্ভব। আর রাষ্ট্র (১) যার দায়িত্ব আয় পুনর্বন্টনের মাধ্যমে অসাম্য কমিয়ে আনা সে তো সেই দায়িত্ব পালনে অক্ষম। তাই ভারত আজ এক চরম অসাম্যের দেশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এই অসাম্য গ্রামাঞ্চলে বেশ প্রকট।

যে তথ্য অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল—কোভিডকালীন সময়ে সরকারের ব্যর্থতা, শেঞ্জুড়ে কঠোর লকডাউন যথেষ্ট বিপত্তি ঘটেছিল, আর্থিক প্যাকেজের নামে দেশবাসীর সঙ্গে প্রহসন থেকেও বিপত্তি। সেই রেশ এখনও চলেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের অনুমান ছিল কোভিড নিম্ন আয় ও মধ্য আয় সম্পন্ন দেশগুলিতে দারিদ্র ও অসাম্যের বৃদ্ধি ঘটবে। আর

আই এল ও বলেছিল ৪০০ মিলিয়ন ভারতীয় দারিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করবে। এই অবস্থায় মোদিজির সরকার মাসে মাথা পিছু ৫ কোটি করে চাল বিনামূল্যে ৮০০ মিলিয়ন মানুষকে যোগান দিয়েছিলেন। আর এম জি এন আর ই জি এ-তে অর্থের যোগান বৃদ্ধি করে পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়াও কৃষক ও মহিলাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগদের কিছু যোগান দিয়েছিলেন, যা খানিক স্বস্তি এনেছিল।

তথ্য দেখাচ্ছে নারী পুরুষের মজুরি বৈষম্য গত দশকের তুলনায় এই দশকে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মজুরি বৈষম্য উচ্চ আয়ের স্তরে আরও বেশি—এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ২০২৩-এর মার্চ মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত এন এস ও প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে। নারী পুরুষের এই মজুরি বৈষম্য প্রকট হয়েছে কোভিড কালে লকডাউন ও পরিযায়ী শ্রমিকের গ্রামে ফিরে আসার সময়ে। এই বৈষম্য আরও বেড়েছে কারণ নারী শ্রমিকেরা যে কোনো সময়েই কাজে যেতে অপারগ হওয়ার বা দূরবর্তী স্থানে কাজের জায়গায় উপস্থিত হতে না পারার ফলে। এর পিছনে মূল কারণ হল মহিলাদের দিনের একটা বড় সময়ই পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকা। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কারণ রয়েছে এই বৈষম্যের পিছনে।

এখানেই আসছে মহাত্মা গান্ধি গ্রামীণ রোজগার যোজনা (এম জি এন আর ই জি এ)’র প্রশ্ন। এই কর্মসূচি কোভিড সময়ে এক রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে। গ্রামের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। ২০২০ সালের এই কর্মসূচিতে বাড়তি অর্থের যোগান ক্রমহ্রাসমান মহিলা নিয়োগের ধাক্কা থেকে খানিকটা স্বস্তি দিয়েছিল। এম জি এন আর ই জি এ সমকাজে সম মজুরির ভিত্তিতেই পরিকল্পিত হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে কাজ হয় দিনের বেলায় এবং এখানে কোনো ওভারটাইম বলে কিছু নেই। আর কাজ হয় একেবারেই স্থানীয় ভিত্তিতে, ফলে মহিলাদের এই কর্মসূচিতে কাজ করতে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না। এই কর্মসূচিতে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো সময়ে কাজে যোগদান করতে পারে। এটাই এই কর্মসূচির আর একটি বৈশিষ্ট্য। অথচ এই প্রকল্পে সরকারি বরাদ্দ ক্রমশ কমে আসছে যা উদ্বেগের। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে গ্রামীণ প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ ছিল ১.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা। এখানেও ১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ কমানো হয়েছিল ২৫ শতাংশের বেশি। গ্রামের মানুষের হাতে এটাই রোজগারের বড় ভরসা এবং তা চাহিদার দিকটিকে সচল রাখতে সাহায্য করে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বাজেটেও কিন্তু এই প্রকল্পের বরাদ্দ কমে হয়েছে ৬০,০০০ কোটি টাকা যা গত বাজেটের (৭৩,০০০ হাজার কোটি) থেকে ১৮ শতাংশ কম।

এই গ্রামীণ কাজ কর্মসূচি গভীর অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। তাই আর্থিক সংকট যদি দূরও হয়ে যায় এই কর্মসূচিকে বাতিল করা চলবে না। যদিও সুদূর ভবিষ্যতে এই আর্থিক সংকট দূর হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। তাই এই কর্মসূচিতে সরকারের আরও গভীর মনোযোগ দরকার। এই কর্মসূচি আয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে সাহায্য করবে। এম জি এন আর ই জি এ নারী পুরুষের আয় বৈষম্য দূর করতে একটি মডেল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। অন্তত গ্রামীণ ক্ষেত্রে এর উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যাবে না।

বিষবৃক্ষ

প্রতিবেদনটি জনস্বাস্থ্য চর্চা, সোদপুর, কর্তৃক প্রচারিত। এর সর্বজনীনতা বিবেচনা করে এখানে তা প্রকাশ করা হল। —সম্পাদকমণ্ডলী, কালান্তর

তথাকথিত অতিমারিকে হাতিয়ার করে সরকারি স্তরে পঠন-পাঠন শিকেয় তুলে দেওয়ার নিরলস চেষ্টার ফল মিলছে। সম্প্রতি প্রকাশিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের তৃতীয় ও পঞ্চম সেমেস্টারের ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, ৭৭,৬০৯ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৫৭,৬০৩ জন অকৃতকার্য হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামককে উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, দু’বছর ধরে অনলাইন পরীক্ষার পরে অফলাইন মাধ্যমে ফিরে আসাই এই বিপত্তির কারণ। ৭৪ শতাংশ পড়ুয়ার ফেলের এই বেনজির ঘটনা কি এ রকম খুচরো স্বীকারোক্তি দিয়ে আড়াল করা যায়?

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পড়ুয়াদের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরেও মাসের পর মাস অফলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা কেন বন্ধ রাখা হয়েছিল? এটা কি জাদুটিকার প্রতি সরকারি অনাস্থা না কি দায় ঝেড়ে ফেলার মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া না-করার বিচক্ষণতা? অনলাইনের দাবিতে শাসক পোষিত ছাত্র সংগঠনের তাণ্ডব এবং তাতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের একাংশের সঙ্গতের স্মৃতি এখনও টটকা। আইআইএম ইন্দোরের একটি সমীক্ষায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষক জানিয়েছেন, ২০২০-২১-এ স্কুল-কলেজ স্তরে অনলাইন পরীক্ষার নামে ঢালাও টোকাটুকি হয়েছে। সন্তানের ভালো ফলের আশায় অভিভাবকেরা এতে সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছেন, উঠে এসেছে এই চমকপ্রদ তথ্যও। তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পঠন-পাঠন ও মূল্যায়নের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত অনলাইন করার সুপারিশ করেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বৌদ্ধিক পন্থুস্ত্র নিশ্চিত করার উদ্যোগ এ ভাবেই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বাস্তবায়িত হওয়ার পথে।

মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চার লক্ষ কমে যাওয়ার ঘটনা জানান দিচ্ছে বিদ্যালয় শিক্ষাও কলেজের থেকে পিছিয়ে নেই। অতিমারি, দাবদাহ ইত্যাদির দোহাই দিয়ে স্কুল দেদার বন্ধ রাখার ফল মিলেছে হাতেনাতাে। কর্মীদের ধর্মঘটে এক দিন লেখাপড়া বিদ্রি়ত হওয়ায় যাঁরা কুমিরকান্না জুড়েছেন তাঁরা অবশ্য তখন ডেউ গোনা আর পারদেরে ওঠানামায় সতর্ক দৃষ্টি রাখার গুরুদায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন। সরকার কিন্তু কর্তব্যে অবিচল। ইতিমধ্যেই ৩০ জনের কম পড়ুয়া রয়েছে এ রকম ৮২০৭টি স্কুল চিহ্নিত করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ন্যায়াধীশের মন্তব্যে বলীয়ান শাসককে বিরত করার দায় তাই সকলের।

এ আমার এ তোমার পাপ।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক হিংসা কি একই ছকে হচ্ছে?

শের শাহের আমলে তৈরি ভারতের পূর্ব – পশ্চিমকে যুক্ত করেছে যে মহাসড়ক, সেই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা জি টি রোডের ধারে একটা ভান্সাচোরা চায়ের দোকানে চুপচাপ বসেছিলেন মুহম্মদ সাউদ। তার দোকানের একেবারে পাশেই একটা হিন্দু মন্দির। বিহারের সমষ্টিপুর থেকে প্রায় চার দশক আগে সাউদ চলে এসেছিলেন হুগলি জেলার চটকল এলাকা রিষড়ায়।

এই রিষড়াতেই রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়ে গেছে কদিন আগে। ওই মিছিল রামনবমীর হলেও উৎসবে দুদিন পরে পুলিশ সেখানকার হিন্দুদের মিছিল করার অনুমতি দিয়েছিল, কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, সব এলাকায় একদিনে রামনবমীর মিছিল করলে পর্যাণ্ড পুলিশ সব জায়গায় পাঠানো যাবে না, তাই দিন ভাগ করে মিছিল হবে। রিষড়ায় মিছিল হয় দোদেসা এপ্রিল, রবিবার।

রিষড়া মূলত একটা শিল্পাঞ্চল। একেবারে পাশেই চটকল রয়েছে। সাধারণত শ্রমিক মহল্লায় ধর্মীয় হানাহানি দেখা যেত না। আগেও কখনও রিষড়ায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়নি। অভিষেক সিং নামে এক

যুবক বলছিলেন, গত ১২ বছর ধরে যেভাবে রামনবমীর মিছিল বেরোয়, এবারও একই রকম মিছিল বেরিয়েছিল, তবে অন্য বছরের সঙ্গে ফারাকটা ছিল, এবার অনেক বেশি ভিড় হয়েছিল, অনেক মানুষ এসেছিলেন।

রিষড়ার ঘটনা ঘটার দুদিন আগে ঠিক একইভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেঁধেছিল হাওড়ার শিবপুরে। হুগলীর রিষড়ায় আগে কখন সাম্প্রদায়িক অশান্তি না হলে হাওড়ার যে জায়গায় রামনবমীর দিন, ৩০ মার্চ সংঘর্ষ বাঁধে, সেখানে ২০২২ সালের রামনবমীর সন্ধ্যাতেও একইরকম সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। এলাকাটি ঘুরে দেখার সময়ে নজরে পড়ল একটি হিন্দু মন্দির, আর তার ঠিক সামনেই সার দিয়ে ফল বিক্রি করছেন মুসলমান দোকানীরা। সেখান থেকে রাজা রাখা মুসলমানরা যেমন আম, কলা, তরমুজ কিনছেন, তেমনই ফল কিনছেন হিন্দুরাও।

পাশের একটি আবাসিক ভবনের বাসিন্দা রাজেশ ঝাওয়ার বলছিলেন, ওদের সঙ্গে তো আমাদের কোনওদিন খারাপ সম্পর্ক ছিল না, ওদের দোকান থেকে তো আমরা সবজি, ফল

অমিতাভ ভট্টশালী

বিবিসি নিউজ বাংলা, কলকাতা

আসতেই মনে পড়ল ২০১৮ সালের কথা। সেবার রামনবমীর মিছিল থেকে বড়ড়ল দাদা ছড়ায় কয়লা আর শিল্পাঙ্কের আসানসোল-রাণীগঞ্জে। সেই দাদার সুত্রপাত কীভাবে হয়েছিল, তা খুঁজতে গিয়ে জেনেছিলাম রামনবমীর মিছিল থেকে যেসব গান বাজানো হয়েছিল সেখানে, তা মুসলমান সমাজকে উত্তেজিত করার জন্য যথেষ্ট। রামনবমীর মিছিলের জন্যই ডি জে বা ডিস্ক জকিদের দিয়ে নানারকম সাউন্ড ট্র্যাক মিশিয়ে তৈরি হয়েছে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা ওইসব গানগুলি। বেশিরভাগ গানই শুরু হয়েছে পাকিস্তানের প্রতি বিবেদগার দিয়ে। জয় শ্রীরাম ধ্বনি আর পাকিস্তান-বিরোধী স্লোগান বা ছোট্ট ভাষণ দিয়ে শুরু হলেও গানগুলির বাকি অংশে অবশ্য যেসব কথা রয়েছে, সেখানে আর পাকিস্তান নেই।

কোথাও বলা হয়েছে—

‘যেদিন হিন্দুরা জেগে উঠবে, সেদিন টুপীওয়ালারাও মাথা নত করে বলবে জয় শ্রীরাম’, কোনও

গানে লেখা হয়েছে, ‘যেদিন

আমার রক্ত গরম হবে, সেদিন

বিপণির পুরো কাঁচ ভেঙ্গে দিয়েছে। আগুনও লাগানো হয়েছিল। পুলিশ ছিল, তবে তারা কিছু করেনি। গতবছরও একই ঘটনা হয়েছিল। এটা কাকতালীয় ঘটনা নয়। একদম নিশানা করেই করা হয়েছে, বলছিলেন মিজ ঝাওয়ার। এবছর রামনবমীর সন্ধ্যায় যতগুলি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, সেগুলোর পুলিশি তদন্ত চলছে, কিন্তু ঘটনাক্রম দেখে মনে হচ্ছে একই কায়দায় সহিংসতা ছড়িয়েছে। মগরিবের নামাজ চলাকালীন, অথবা ইফতারের সময়ে মসজিদ বা মুসলমান এলাকার সামনে দিয়ে রামনবমীর মিছিল গেছে আর ঠিক সেখানেই সংঘর্ষ বেঁধেছে। মেহতাব আজিজের কথায়, আগেও তো রামনবমীর মিছিল দেখেছি। তারা তাদের ভগবানের গান বাজিয়ে মিছিল নিয়ে চলে যেত। তবে এবার যেসব গান বাজানো হচ্ছে, সেগুলি খুবই উস্কানিমূলক। যেমন একটা গান চলছিল হিন্দুস্তানে থাকতে গেলে কী কী করতে হবে—এইসব গান।

রামনবমীর মিছিলে উস্কানিমূলক গানের প্রসঙ্গ

তোমাকে দেখিয়ে দেব—সেদিন আমি নয়, কথা বলবে আমার তলোয়ার’। সাউন্ডট্র্যাকের সঙ্গে মেশানো হয়েছে ছোট ছোট ভাষণও—যা পুরোটো ভাল করে শুনলে বোঝা যাবে যে সেগুলো পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে বলা, কিন্তু একটা অংশ বিচ্ছিন্নভাবে শুনলে মনে হতেই পারে যে কথাগুলো মুসলমান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। গানগুলোতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান, ‘ভারতমাতা কি জয়’, ‘বন্দে মাতরম’ সব কিছুই।

রামনবমীর মিছিল থেকে যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রতিবছরই হচ্ছে, তার শুরুটা হয়েছিল সেই ২০১৮ সালে আসানসোল রাণীগঞ্জের দাদা দিয়েই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এটা একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন।

২০১৮তে যখন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল, বা তার পরের বছর ২০১৯ এ লোকসভার ভোট ছিল, তখনও ঠিক এভাবেই রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে এরকম ঘটনা হয়েছে। আবার ২০২৩-এ এসেও আমরা দেখছি রামনবমীকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ। কয়েক মাস পরে আবারও পঞ্চায়েত নির্বাচন, আবার পরের বছর লোকসভা নির্বাচন। একই

প্যাটার্নে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষগুলো হচ্ছে। কাকতালীয় ব্যাপার মোটেই নয় এগুলো, বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরি।

তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাঁধলে ধর্মীয় মেরুকরণ হয়, আর তার প্রভাব পড়ে কাছাকাছি সময়ে থাকা নির্বাচনের ফলাফলে। রামনবমীকে কেন্দ্র করে দাদা আর তা থেকে ধর্মীয় মেরুকরণের ফল ২০১৮র পঞ্চায়েত ভোট আর ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে পেয়েছিল বিজেপি। এই নতুন ধরনের মেরুকরণের প্রচেষ্টায় একদিকে যেমন বিজেপির স্বার্থ আছে, তেমনই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসেরও স্বার্থ আছে, বলছিলেন অধ্যাপক বসুরায়চৌধুরি।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমানপ্রধান বিধানসভা কেন্দ্র সাগরদীঘীতে উপনির্বাচন হয়েছিল। কেন্দ্রটি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। তবে এবারে সেই আসনে জিতেছে কংগ্রেস-বাম জোটের প্রার্থী। এর আগে যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় ৫০ হাজার ভোটে জিতেছিল,

সেই আসনে এবারের জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী প্রায় ২৫ হাজার ভোটে জিতেছেন, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের দিক থেকে প্রায় ৭৫ হাজার ভোট সুইং করে বা ঘুরে গিয়ে বিরোধীদের পক্ষে গেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট দেন। কিন্তু সাগরদীঘীর ফলাফলের পরে তৃণমূল কংগ্রেস চিন্তায় পড়েছে যে মুসলমান ভোট কি তাহলে তাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে! সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা, যার মধ্যে সাগরদীঘীর ফলাফলও আছে, তা থেকে ইঙ্গিত পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সম্ভবত আশঙ্কা করছে যে সংখ্যালঘু ভোট, যার বেশিরভাগটাই তারাই পেত, সেই ভোট বিভাজন হয়ে যেতে পারে। তাই এধরনের পরিস্থিতি উভয় পক্ষের কাছেই অত্যন্ত জরুরি যে ধর্মের ভিত্তিতে একটা রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটানো, বলছিলেন সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরি।

তিনি তাই মনে করেন হাওড়ার শিবপুর, রিষড়া বা উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায় রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে যা হয়েছে, তা বিচ্ছিন্ন নয়। (স্বঘৎ সংক্ষেপিত)

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে নরে ধ্রু মোদি সরকারের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিবাদের এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। দু–পক্ষই নিজেদের অবস্থানে অনড়। বিচারপতি নিয়োগে সরকারের মতামত শুনতে কিছুতেই রাজি নয় শীর্ষ আদালত। অন্যদিকে, সরকারের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের একক সিদ্ধান্তে বিচারপতি নিয়োগে সায় দিতে তারা বাধ্য নয়। এমন বিরোধের আবহে নয়া বিবাদের সূচনা হয়েছে আদালতে সরকারের পেশ করা সিল খাম নিয়ে। একাধিক মামলায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বক্তব্য সিল করা খামে ভরে আদালতে জমা করেছে। আর সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়েই হালে একাধিক মামলায় প্রশ্ন তুলেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। সিল করা খাম ফিরিয়ে দিয়ে সরকার আইনজীবীকে সাফ বলেছেন,

কথায় কথায় সিল করা খাম জমা করবেন না। প্রশ্ন তুলেছেন, সরকারের কীসের এত গোপনীয়তা। প্রশ্ন হল, সরকারি দফতর, আইন–আদালতে এখনও ব্রিটিশ আমলের নিয়ম মেনে মুখবন্ধ খামের উপরই গালা আটকে দেওয়া হয়। এর অর্থ খামের প্রাপক ছাড়া দ্বিতীয় কেউ সেটা খুলতে পারবে না। আদালতে গালা দিয়ে সিল করা খামে কোনও নথি পেশ করার অর্থ একমাত্র বিচারপতি সেটি খুলতে পারবেন। নথিতে চোখ বোলাতে পারবেন। কিন্তু এজলাসে রিপোর্টের বক্তব্য নিয়ে কোনও

মন্তব্য করতে পারবেন না। অর্থাৎ ফেব্রুেই আগের সরকারগুলি সিল করা খাম পেশ করেছে। কিন্তু অবস্থা বদলে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকারের সময়ে। বর্তমান সরকার জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় নিরাপত্তা ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিভিন্ন মামলায় সিল করা খামে সরকারের বক্তব্য আদালতে পেশ করেছে। ফলে সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণ সরকারিভাবে দেশবাসী জানতে পারছে না। এমনকী মামলাকারীও না। প্রশ্নমি কোর্ট এতদিন এই নিয়ে আপত্তি না তুললেও সেটা যে ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এই আলোচনা বিচার মহলে ছিল।

তবে হাতে গোনা কয়েকটি ক্ষেত্রেই আগের সরকারগুলি সিল করা খাম পেশ করেছে। কিন্তু মোদি সরকারের সময়ে। বর্তমান সরকার জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় নিরাপত্তা ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিভিন্ন মামলায় সিল করা খামে সরকারের বক্তব্য আদালতে পেশ করেছে। ফলে সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণ সরকারিভাবে দেশবাসী জানতে পারছে না। এমনকী মামলাকারীও না। প্রশ্নমি কোর্ট এতদিন এই নিয়ে আপত্তি না তুললেও সেটা যে ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এই আলোচনা বিচার মহলে ছিল।

সিল করা খাম খুলতে অস্বীকার করে তা সরকারি আইনজীবীর হাতে ফিরিয়ে দেন। তাঁর বক্তব্য, এটা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। সরকার গোপনীয়তার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাইছে। আদালত তাতে যুক্ত হতে পারে না। বিচারের অন্যতম শর্ত হল তা স্বচ্ছ হতে হবে। প্রধান বিচারপতির এমন অবস্থানের পরও সরকার দমেনি। এ মাসের গোড়ায় পেস্টিসাইড উৎপাদনকারীদের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত মামলায় প্রধান বিচারপতি জানতে চান, কেন কিছু কোম্পানির উপর সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে

হলফনামা সহকারে তা আদালতকে জানাতে হবে। প্রধান বিচারপতির নির্দেশ শোনা মাত্র সরকারি আইনজীবী তাঁকে জানান, সরকার কারণ অবশ্যই জানাবে। তবে সেই হলফনামায় চোখ বোলাতে পারবেন শুধু বিচারপতি। এজলাসে তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে না।

প্রধান বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেন, তিনি সিল করা খাম গ্রহণ করবেন না। সরকারের বক্তব্য মামলার সব পক্ষের জানার অধিকার আছে। বিশেষ করে যে কোম্পানিগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়নি, তাদের তা জানার অধিকার অবশ্যই

রয়েছে। গত সপ্তাহে ফের প্রধান বিচারপতির রোষের মুখে পড়েন সরকারি আইনজীবী। কেরালার মিডিয়া ওয়ান সংস্থার লাইসেন্স বাতিলের কারণ সিল করা খামে পেশ করে সরকার। প্রধান বিচারপতি তা ফিরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, একটি সংবাদমাধ্যমের লাইসেন্স বাতিল করার কারণ কেন গোপনীয় হতে যাবে। এর সঙ্গে রাষ্ট্রের স্বার্থ কীভাবে জড়িত। পরে সরকারের তরফে জানানো হয় ওই মিডিয়া কোম্পানির এক কর্তার সঙ্গে দেশ বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত সংগঠনের যোগাযোগ আছে। প্রধান বিচারপতি সরকারের এই

বক্তব্য লাইসেন্স বাতিলের জন্য যথেষ্ট বলে মানতে চাননি। তিনি বলেন, লাইসেন্স বাতিলের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। সেই সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে সরব হয়ে প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, সরকারের বিরোধিতা, সমালোচনা মানে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা নয়। সংবাদ মাধ্যমের কাজ নয় সরকারের সব ভাল বলে গলা ফাটানো।

প্রসঙ্গত, মিডিয়া ওয়ান কোম্পানির লাইসেন্স বাতিলের সুপারিশ করেছিল অমিত শাহের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ওই মন্ত্রকের পেশ করা গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে লাইসেন্স বাতিল করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। শাহের মন্ত্রক আদালতে লাইসেন্স বাতিলের কারণ ফাঁস করতে প্রথমে রাজি হয়নি। তারা সিল করা খামে প্রধান বিচারপতির টেবিলে রিপোর্ট পেশ করেছিল।

মেয়েরা ছোট জামাকাপড় পরলে নোংরা লাগে, শূর্ণগথা মনে হয়

কৈলাশের মন্তব্যে জাতীয় মহিলা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : একুশের ভোটে বাংলায় হারার পর এ রাজ্যের তাঁরু গুটিয়ে চলে গিয়েছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়। তারপর তেমন একটা তাঁকে দেখাও যায় না। মাঝেমাঝে ভেসে ওঠেন আলটপকা মন্তব্যের জন্য। হনুমান জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে মহিলাদের সম্পর্কে আবার একটি মন্তব্য করে সংবাদে এলেন কৈলাস।

এমনিতে বিজেপির নেতাদের মহিলাদের পোশাক–আশাক নিয়ে নির্দিষ্ট বিধি বেঁধে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। ভারতীয় মহিলাদের কেমন পোশাক পরা

উচিত সে ব্যাপারে প্রায়ই গেরুয়া নেতারা নানান টিকাটিপ্পনি কাটেন। কিন্তু কৈলাস যেন মাত্রা ছড়িয়ে গেলেন। হনুমান জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে সর্বভারতীয় বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক বলেন, মহিলাদের ছোট পোশাক পরলে নোংরা লাগে। অনেকটা শূর্ণগথার মতো দেখায়। আমরা মহিলাদের দেবীর চোখে দেখি। আমার মনে হয় মেয়েদের পোশাকের ব্যাপারে শৈশব থেকেই আমাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। কৈলাসের এই মন্তব্যে বিতর্কের বাড় উঠেছে। তৃণমূলের মহিলা নেত্রী তথা রাজ্যের

শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, কৈলাস বিজয়বর্গীয়র এই মন্তব্য ফের একবার প্রমাণ করে দিল বিজেপি মহিলাদের কী চোখে দেখে। এই দলটাই মহিলাদের শত্রু! ইন্দোরের নেতা কৈলাস এও বলেন, আমি যখন রাত্রিবেলা বেরোই দেখি অল্পবয়সি ছেলেগুলেরা নেশাভাং করছে। তখন মনে হয় ধরে পাঁচ–সাতটা চড় কষিয়ে দিই! কৈলাস এমনিতে খুব ধার্মিক মানুষ। রাজ সকালে মহাকালের ছবি টুইট করেন।

কিন্তু ইদানীং আলটপকা কথায় যেন সবাইকে ছাপিয়ে

যেতে চাইছেন। কয়েক মাস আগেই দই–চিড়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে কিছু শ্রমিক কাজ করছিলেন। তারা টিফিনে দই–চিড়ে খাচ্ছিলেন। কৈলাস সেটা দেখতে পান। এবং ধরে নেন ওঁরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।

সেকথা নিজেই টুইট করে লিখেছিলেন। তারপর কম বিতর্ক হয়নি। এবার মহিলাদের পোশাক টেনে রাবণের বোন শূর্ণগথার সঙ্গে তুলনা করার বিতর্কের বাড় উঠেছে। অনেকের প্রশ্ন, এবার কি জাতীয় মহিলা কমিশন কৈলাসকে নোটস পাঠাবে?



থানায় হামলার পর ঘটনাস্থলে বুরহানপুর জেলার পুলিশ কর্তারা।

 ফটো : সংগৃহীত

ডাকাত সহ আরও ২ জনকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল তারা। হতবাক করা ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত ৩টো নাগাদ মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর জেলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হেমা মেঘওয়াল নামে একজন কুখ্যাত ডাকাতকে ঘটনার দিনকয়েক আগে শ্রেফতার করেছিল পুলিশ। নেপানগর থানার লক–আপে রাখা হয়েছিল তাকে। তাকে ছাড়ানোর জন্যই গভীর রাতে থানায় হাজির হয় অন্তত ৬০ জন দুস্থতীর একটি দল। সেই সময় থানায় কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন মাত্র চারজন পুলিশকর্মী। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে থানায় হামলা করে ভাঙচুর চালিয়ে পুলিশ কর্মীদের মারধর করার সেই ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে, দুস্থতীরা লাঠি এবং রড দিয়ে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের বেধড়ক মারধর করছে। পুলিশের বেশ কয়েকটি গাড়িও ভাঙচুর করে তারা। এরপর মেঘওয়াল সহ আরও ২ জন আসামিকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালায় দুস্থতীরা।

হামলার ঘটনার খবর পেয়ে যত দ্রুত সম্ভব ঘটনাস্থলে হাজির হন পুলিশের সিনিয়র আধিকারিকরা। কিন্তু ততক্ষণে ৩ জন আসামিকেই লক আপ থেকে বের করে নিয়ে পালিয়েছিল দুস্থতীরা।

থানায় হামলার ঘটনা চারজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। বর্তমানে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা।ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ভাল করে খতিয়ে দেখে অপরাধীদের চিহ্নিতকরণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ এবং ৩৫৩ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

মোদি সফরে পোষ্টার যুদ্ধ তেলেঙ্গানায়

হায়দরাবাদ, ৮ এপ্রিল : শনিবার তেলেঙ্গানা সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। একাধিক সরকারি প্রকল্পের সূচনা করবেন তিনি। তবে, এই সফরে মোদিকে স্বাগত জানাতে রাজনীতি’কে হাতিয়ার করেছে শাসকদল ভারত রাষ্ট্র সমিতি। হায়দ্রাবাদের শহর ছেয়ে গেছে বড় বড় হোডিংয়ে। যেখানে পরিবারতন্ত্র এবং দুনীতি নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করা

হয়েছে। সঙ্গে, লেখা হয়েছে – পরিবার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে মোদিজি। ক

হার্ডিংটিতে কয়েক ডজন বিজেপি নেতা মন্ত্রী ছবি রয়েছে, যাদের বাবা–মা বা সন্তানেরা রাজনীতিতে ছিলেন বা এখনও আছেন। তালিকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, পীযুষ গায়াল, ধর্মেশ্বর প্রধান, কিরেন রিজিজু এবং জ্যোতিরাদিত্য সিঙ্কিয়ার নামও হয়েছে। এছাড়া, অন্য এক হার্ডিং–এ, ভারতের মানচিত্রসহ বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি নেতাদের দুনীতি কেলেকারির কথা তুলে ধরা হয়েছে।

এই হার্ডিং–এর শিরোনামে লেখা হয়েছে – বিজেপির এই অর্জনে মোদিজিকে স্বাগত জানাই। প্রায়শই, বিজেপি


 হায়দ্রাবাদে হোডিং। ফটো : সৌজন্যে ন্যাশনাল হেরাল্ড

বিরোধী রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী–সহ অন্যান্য নেতাদের আক্রমণ শানাতে পরিবারতন্ত্র ও দুনীতি’কে হাতিয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি–সহ বিজেপি নেতানেক্ত্রী। একইভাবে, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখর রাওকে পরিবারতন্ত্র ও দুনীতি নিয়ে টার্গেট করেছেন মোদি। তাই, এবার তাঁর সফরের আগে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে ভারত রাষ্ট্র সমিতি।

এর আগেও, মোদির তেলেঙ্গানা সফরের সময় পোস্টার যুদ্ধের সাক্ষী ছিল রাজধানী হায়দরাবাদ।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, নোটবাতিল, তেলেঙ্গানাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতার

বাড়ি ফেঁার পথে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা গাড়ির দুই শিশু–সহ মৃত্যু হল একই পরিবারের ৬ জনের



দুর্ঘটনাগ্রস্ত সেই গাড়ি।

 ফটো : সংগৃহীত

পুরো দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, মাঝরাতে বিকট একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে দেখেন একটি গাড়ি রাস্তার ধারে উল্টে পড়ে রয়েছে। এলাকার আরও কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ির কাছে যেতেই চমকে উঠেছিলেন।

ভিতরে দলা পাকানো অবস্থায় পড়েছিল বেশ কয়েক জন। আরও জানান, গাড়িটির এমন অবস্থা ছিল যে,

আরোহীদের উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ খবর দেন তাঁরা। পুলিশ আসার পর গাড়ি কেটে সওয়ারিদের উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু তত ক্ষণে মৃত্যু হয়েছিল সকলেরই। পুলিশ জানিয়েছে, যে গাড়িটির সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল গাড়িটির সেটির হদিস পাওয়া যায়নি। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গাড়িটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

জেলায় জেলায়

সাগরদিঘিতে পরাজয়ের পর লক্ষ্মীর ভান্ডারে টাকা ঢুকছে না অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : এলাকার বেশ কয়েকজন মহিলার দাবি, সাগরদিঘিতে ভোট হওয়ার পর থেকেই তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাননি।

উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে এখনও রাজনৈতিক চাপান-উতর চলছে। শাসকদলের হার এবং কংগ্রেসের একেবারে নতুন মুখ

বায়রন বিশ্বাসের জয়, অঞ্জিনে জুগিয়েছে বিরোধীদের। এরইমধ্যে সেখানে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প নিয়ে। ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের পর থেকেই সাগরদিঘির এই আসন তৃণমূলের দখলে। টানা তিনবারের বিধায়ক সূরত সাহার মৃত্যুতে সম্প্রতি সেখানে

উপনির্বাচন হয়। সেখানে তৃণমূলের কাছ থেকে বাম-কংগ্রেস জোট ছিনিয়ে নেয় এই আসন। এহেন সাগরদিঘিতে লক্ষ্মীর ভান্ডার না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন ব্লকের একাধিক মহিলা। সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় সবক’টি ব্লকের মহিলারা পেয়েছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের সুবিধা। অভিযোগ, সাগরদিঘি ব্লকের মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সম্প্রতি লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পড়েনি। এই ঘটনায় রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন বিরোধীরা।

এলাকার বেশ কয়েকজন মহিলার দাবি, ভোট হওয়ার পর থেকেই তাঁরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পাননি। এদিকে এলাকার কংগ্রেস বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের বক্তব্য, শুধু লক্ষ্মীর ভান্ডার নয়, অন্য প্রকল্পের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে সাগরদিঘির মানুষকে। বায়রনের কথায়, যেসব জায়গায় শাসকদল হেরেছে, সেইসব জায়গায় প্রতিহিংসায় সরকারি সুবিধা থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখছে। যদি আমরা নির্দিষ্ট অভিযোগ পাই, বিষয়টি খতিয়ে দেখব।

জেলা চেয়ারম্যানের গড়ে তৃণমূল ছেড়ে দলে দলে কংগ্রেসে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদিঘিতে তৃণমূলের ভরাডুবির আবহে মালদায় ফের শাসকদলে ভাঙন। তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করলেন একাধিক নেতা – কর্মী ও জনপ্রতিনিধি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই দলবদলে অস্থিতিতে তৃণমূল। তবে মুখ ফুটে কষ্টের কথা বলতে পারছে না তারা। এদিন মালদার রতুয়ায় তৃণমূল নেতা প্রদীপ সাহা, রতুয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য টিপু সুলতান, বাহারাল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ জন সদস্য ও দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ জন সদস্য তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফেরেন। তাদের সঙ্গে কংগ্রেসে ফেরেন প্রায় ২৫০ রাজনৈতিক কর্মী।

দলবদলের পর প্রদীপবাবু বলেন, এলাকার উন্নয়নের কথা ভেবে তৃণমূলে যোগদান করেছিলাম। কিন্তু এদের দুর্নীতির সঙ্গে কোনও দিন মানিয়ে নিতে পারিনি। আর এখন তো সব প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। তাই আর সময় নষ্ট না করে নিজের পুরনো দলে ফিরলাম। দলত্যাগী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য টিপু সুলতান বলেন, তৃণমূল মুসলিমদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাদের ভোটব্যক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছে। রাজ্যে কাজকর্ম নেই। যুবকদের বাড়ি-ঘর, মা-বাপ ছেড়ে ভিনরাজ্যে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে হচ্ছে। একমাত্র কংগ্রেসই পারে এদেশে মুসলিমদের জন্য ভালো কিছু করতে।

দলত্যাগী এক পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, তৃণমূল আর বিজেপি একই মুদ্রার দুই পিঠ। এদের জন্যই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি হচ্ছে। এসব আমাদের এখানে ছিল না। রাজনীতির প্রতিযোগিতায় দুই দল মানুষকে লড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা এর থেকে দূরে থাকতে চাই।রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় আবার দলের জেলা চেয়ারম্যান। দলবদল নিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুল রহিম বক্স বলেন, ওরা ২০২১ সালের ভোটের পর থেকেই দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত না। এতে দলের কোনও ক্ষতি হবে না।

কুড়মিদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার ৭৫টি ট্রেন বাতিল করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল



কুড়মি সমাজের রেল অবরোধের এক মুহূর্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : কুড়মিদের অবরোধে সাধারণত মানুষের পরিষেবা শিক্বে উঠেছে, ভোগান্তির শেষ নেই যাত্রীদের।

জনজাতি তালিকাভুক্তির দাবিতে গত বুধবার থেকে খড়গপুর গ্রামীণের খেমাগুলি এবং পুরুলিয়ার কুন্তুডেরে ‘রেল টেকা, ডহর ছঁকো’ কর্মসূচি শুরু করেছে আদিবাসী কুড়মি সমাজ। কুড়মিদের অবরোধ চতুর্থ দিনে পড়ল শনিবার। কিন্তু এখনও কার্টেনি জট। তার জেরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে বাতিল করতে হয়েছে বহু ট্রেন। ফলে তীব্র ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৪ দিনে মোট ৩০৮টি ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে আন্দোলনের জেরে। তার মধ্যে শনিবার বাতিল করতে হয়েছে ৭৫টি ট্রেন। বেশ কিছু ট্রেনের গতিপথ বদল করা হয়েছে। যাত্রা সংক্ষিপ্ত করতে

হয়েছে অনেক ট্রেনের। তার ফলে দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন যাত্রীরা। তেমনই আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাও করছে রেল। অবরোধকারীদের দাবি, কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিআরআই)–এর রিপোর্ট নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে হবে রাজ্য সরকারকে। দাবি আদায় না হলে অনির্দিষ্টকাল ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাবার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে কুড়মি সমাজ। গত চার দিন ধরে কুন্তুডের এবং খেমাগুলিতে রেল অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। শনিবারও দেখা দিয়েছে সেই ছবি। রেললাইনের উপর পতাকা নিয়ে বসে রয়েছেন আন্দোলনকারীরা। খেমাগুলিতে চলছে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধও। গত ৫ দিন ধরে অবরুদ্ধ ওই জাতীয় সড়ক। তার ফলে আটকে বহু ট্রাক। অবরুদ্ধ টাটানগর, বিলাসপুর, মুম্বইয়ের মূল রেলপথ।

বন্ধ প্রকল্পের কাজ জল সংকট মুরারইতে

সিরাজুল ইসলাম, বোলপুর, বীরভূম : সবে মাত্র গরম পড়তে শুরু করেছে, এরই মধ্যে পানীয় জলের সংকট মুরারই–১ পঞ্চায়েত সমিতির কনকপুর ও সুবদুয়ারি গ্রামে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এখানে পানীয় জল নিয়ে ভোটের রাজনীতি হচ্ছে। নবনির্মিত প্রকল্পও ধ্বংসের পথে। রাস্তার অধিকাংশ ট্যাপ কলে জল পড়ে না। ট্যাপ কল খুলে মাটির লেভেল বরাবর পাইপ থেকে জল সংগ্রহ করা হয়। ডাম্পাণ্ডার ১৪৮ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারে বৃহদিন ধরেই জল নেই। এই সেন্টারটি কানকপুর ও ডাম্পাণ্ডার মধ্যখানে মাঠের মধ্যে। সেখানে আগে একটি রিজার্ভার ছিল। পরে সেটির লেয়ার নেমে যাওয়ায় অকেজো হয়ে পড়ে। এরপরে ওইখানে একটি ডিগ ওয়েল তৈরি করা হয়। এর উপরে টিউবওয়েল বসানো হয়। কিছুদিন চলার পর সেটিও অকেজো হয়। বর্তমানে পিএইচই থেকে পানীয় জল প্রকল্পে পাইপ লাইনের মাধ্যমে

সরাসরি জল সরবরাহ করা হচ্ছিল। কিন্তু দিন কয়েক আগে যেখানে ট্যাপ কালের দরকার নেই সেখানে লাইন করায় প্রয়োজনের জায়গায় আর জল পাওয়া যাচ্ছে না। ডুমুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কনকপুর ও সুবদুয়ারি গ্রাম দুটি ঝাড়খণ্ডের বর্ডার লাগোয়া। মাটির নিচে পাথর থাকায় এই এলাকাতে টিউবওয়েল বসে না। এজন্যে এলাকাটিকে এমার্জেন্সি এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সবই অচল। তারপরে হয়েছিলো সজল ধারা প্রকল্প। পরে এটিরও কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ভোটের আগে আবার গ্রামের বাইরে পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মাঠের দিকে যারা ঘর করেছেন তারা চাষের জন্য পানীয় জল ব্যবহার করছেন। এর ফলে সব ট্যাপ থেকে জল ঠিক মত পড়ে না। ফলে এত কাণ্ডের পরেও অবস্থা যা ছিল তাই আছে। গ্রামের বাসিন্দারা পানীয় জল থেকেও বঞ্চিত।

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেফতার ১

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা। প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার একজন। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ সেন্টলেকের শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা প্রিয়ঙ্কা দাস বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন যে, তিনি একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তার সিডি আপলোড করেছিলেন। ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ সালে তার কাছে একটি ফোন আসে সেখানে এক ব্যক্তি নিজের নাম বলেন অভিজিৎ সাহা। তিনি নিজেকে একটি বেসরকারি ব্যাংকের এইচআর হিসেবে পরিচয় দেয়। তিনি জানান ওই মহিলার সিডির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ওই ব্যাংকের বার্ষিক অফিস কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ইন্টারভিউর জন্য তাকে একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং এর জন্য তাকে ২২০ টাকা জমা করতে হবে।

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই			
জীবনী			
কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী	: নিকলাই ই ইভানভ	৭০.০০	
দর্শন			
দার্শনিক লেনিন	: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৯০.০০	
ইতিহাস			
ইতিহাসের ধারা	: সুশোভন সরকার	৭৫.০০	
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও			
রামের অযোধ্যা	: রামশরণ শর্মা	৩০.০০	
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য		১০০.০০	
ঠিকানা : কলকাতা	: সুনীল মুন্সী	২০০.০০	
সাহিত্য			
আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি		২৫০.০০	
রবীন্দ্র সাহিত্য			
রবীন্দ্র ভাবনা			
নির্বাচিত প্রবন্ধ	: তপতী দাশগুপ্ত	১৫০.০০	
কাব্যগ্রন্থ			
দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র	:	২৫০.০০	
বিজ্ঞান			
রাসায়নিক মৌল কেমন করে			
সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল	: দ. ন. ব্রিফোনভ		
	ড. দ. ব্রিফোনভ	২৫০.০০	
বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের			
ইতিহাস অনুসন্ধান	: মঞ্জুকুমার মজুমদার,		
	ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)		
CAA, NRC, NPR	: ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন		
মানছি না	ড. বি. কে. কন্দো		
বিজেপির স্বরূপ	: এ. বি. বর্ধন		
(পরিবর্তিত সংস্করণ)			

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS	
Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner	Rs. 55.00
Somenath Lahiri Collected Writings :	Rs.15.00
Rise of Radicalism in Bengal	
in the 19th Century : Satyendranath Pal	Rs. 190.00
Peasant Movement in India	
19th-20th Centuries : Sunil Sen	Rs. 90.00
Political Movement in Murshidabad	
1920-1947 : Bishan Kr. Gupta	Rs. 85.00
Forests and Tribals : N. G. Basu	Rs. 70.00
Essays on Indology	
Birth Centenary tribute to Mahapandita	
Rahula Sankrityayana :	
Editor. Alaka Chattopadhyaya	Rs. 100.00

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

লেবাননে ইসরায়েলি হামলা, মধ্যপ্রাচ্যে নতুন উত্তেজনা

বেইরুট, ৮ এপ্রিল : আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানকে কেন্দ্র করে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য। মসজিদে ঢুকে মুসল্লিদের নির্যাতনের প্রতিবাদে ইসরায়েলে রকেট ছুড়েছেন প্যালেস্তিনীয় যোদ্ধারা। এ ছাড়াও পশ্চিম তীরে গুলিতে নিহত হয়েছেন দুই ইসরায়েলি নারী। জবাবে লেবানন ও গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

শুক্রবার ভোরের আগে লেবানন ও গাজায় বোমাবর্ষণ করে ইসরায়েলি বাহিনী। তারা বলছে, এ দুটি ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলে কয়েক উড্ডন রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। জবাবে প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে লক্ষ্য করে এসব হামলা চালানো হয়েছে।

২০০৬ সালে হিজবুল্লাহর সঙ্গে ৩৪ দিনের ধ্বংসাত্মক লাইইয়ের পর এই প্রথম লেবানন থেকে ইসরায়েলে এত বেশি রকেট নিক্ষেপ করা হয়। একই সঙ্গে ২০২২ সালের এপ্রিলের পর এই প্রথম লেবাননে কোনো ধরনের হামলা চালানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তেলআবিব।

মুসলিমদের পবিত্র রাজধান মাস ও ইহুদিদের পাসওভার উদ্‌যাপন ঘিরে প্যালেস্তিনীয় ও ইসরায়েলিদের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। দুই পক্ষকেই সংঘম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। মঙ্গলবার রাতে পবিত্র আল-আকসা মসজিদে অভিযান চালায়


 পবিত্র আল-আকসা মসজিদে মুসল্লিদের ওপর ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ। ফটো : এএফপি

ইসরায়েলি পুলিশ। তারা মসজিদে নামাজরত মুসল্লিদের ওপর হামলা চালায়। এতে ১২ জন মুসল্লি আহত হন। মসজিদ থেকে প্রায় ৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিনও মসজিদ প্রাঙ্গণে অভিযান চালায় ইসরায়েলি পুলিশ। অভিযানের সময় তারা মুসল্লিদের লক্ষ্য করে সাউন্ড গ্রেনেড ও রাবার বুলেট ছোড়ে। অভিযানকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলি পুলিশের সঙ্গে মুসল্লিদের সংঘর্ষ হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, নামাজ আদায়ের জন্য আসা প্যালেস্তিনীয়দের জোর করে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছে ইসরায়েলের সশস্ত্র পুলিশ। সবশেষ দফার এই অভিযানের ঘটনায় ছয়জন প্যালেস্তিনীয় আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্যালেস্তিনীয় রেড

ক্রিসেন্ট। বৃহস্পতিবার ভোরে ফজরের নামাজের জন্য মুসল্লিরা মসজিদে প্রবেশ করতে চাইলে ইসরায়েলি পুলিশ বাধা দেয়। বাধার মুখে শত শত মুসল্লি মসজিদের আশপাশে ফজরের নামাজ আদায় করেন। পরে সকালের দিকে ইসরায়েলি পুলিশের ছত্রছায়ায় বেশ কিছু ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী আল-আকসা মসজিদ চত্বরে প্রবেশ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্যালেস্তাইনের গাজা উপত্যকা থেকে বৃহস্পতিবার ভোরে বেশ কয়েকটি রকেট ছোড়া হয়। একই দিন লেবাননের ভূখণ্ড থেকে ৩০টির বেশি রকেট ছোড়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

লেবাননের সেনাবাহিনী বলেছে, সীমান্তবর্তী জলপাই বাগান থেকে ছোড়া একাধিক রকেট নিক্তিয় করেছে তারা। শুক্রবার জেরুজালেমে পবিত্র আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করেন মুসল্লিরা। এদিকে শুক্রবার দখলকৃত পশ্চিম তীরে একটি গাড়িতে গুলির ঘটনায় দুই ইসরায়েলি নারী নিহত হয়েছেন। আরও এক নারী গুরুতর আহত হয়েছেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ও চিকিৎসকেরা এসব কথা জানান। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলেছে, জর্ডান ভ্যালির উত্তরাংশে হামরা জংশনে এক হামলাকারী এ গুলি চালান। নিহত নারীদের পরিচয় তাম্ক্ষণিক প্রকাশ করা হয়নি।

জরুরি সেবা সংস্থা মেগান ডেভিড অ্যাডম ২০ বছর বয়সী দুই নারী নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ ছাড়া ৪০ বছর বয়সী এক নারীকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক

বলে জানানো হয়েছে। গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর বোমাবর্ষণের কয়েক ঘণ্টা পর এই গুলির ঘটনা ঘটে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলেছে, এ ঘটনায় হামলাকারীকে ধরতে ওই এলাকার সাকপুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রকেট হামলার ঘটনায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি বলেন, আমরা আমাদের শত্রুদের ওপর হামলা চালিয়ে যাব। যেকোনো ধরনের আগ্রাসনের জন্য তাঁদের মূল্য চোকাতে হবে। পাল্টা হুমকি দিয়েছেন হামাসপ্রধান ইসমাইল হানিয়াও। তিনি বলেন, পবিত্র

আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখে তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। বৃহস্পতিবার লেবাননের রাজধানী বেইরুটে বসে এসব কথা বলেন হানিয়া। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মসজিদে পুলিশি অভিযানকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়া সংঘাতের মধ্যে শুক্রবার লেবানন ও গাজা উপত্যকার সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে ইসরায়েল। তবে এ মুহূর্তে কোনো পক্ষই চাইছে না এ সংঘাত আরও বিস্তৃত হোক। ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন, এই মুহূর্তে কোনো পক্ষই চাইছে উত্তেজনা বাড়ুক। শান্ত থাকার জবাব শান্ত থেকেই দেওয়া হবে এই পর্যায়ে আমি এটাই মনে করছি, অন্তত সামনের কয়েক ঘণ্টার জন্য।

বলে জানানো হয়েছে। গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর বোমাবর্ষণের কয়েক ঘণ্টা পর এই গুলির ঘটনা ঘটে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলেছে, এ ঘটনায় হামলাকারীকে ধরতে ওই এলাকার সাকপুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রকেট হামলার ঘটনায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি বলেন, আমরা আমাদের শত্রুদের ওপর হামলা চালিয়ে যাব। যেকোনো ধরনের আগ্রাসনের জন্য তাঁদের মূল্য চোকাতে হবে। পাল্টা হুমকি দিয়েছেন হামাসপ্রধান ইসমাইল হানিয়াও। তিনি বলেন, পবিত্র

আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখে তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। বৃহস্পতিবার লেবাননের রাজধানী বেইরুটে বসে এসব কথা বলেন হানিয়া। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মসজিদে পুলিশি অভিযানকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়া সংঘাতের মধ্যে শুক্রবার লেবানন ও গাজা উপত্যকার সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে ইসরায়েল। তবে এ মুহূর্তে কোনো পক্ষই চাইছে না এ সংঘাত আরও বিস্তৃত হোক। ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন, এই মুহূর্তে কোনো পক্ষই চাইছে উত্তেজনা বাড়ুক। শান্ত থাকার জবাব শান্ত থেকেই দেওয়া হবে এই পর্যায়ে আমি এটাই মনে করছি, অন্তত সামনের কয়েক ঘণ্টার জন্য।

গুঠা যায় না, বরং তা আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায়। তবে আমাদের জীবনে এসব মুহূর্ত কীভাবে গেঁথে থাকছে, তা নির্ভর করে আমরা কীভাবে সেগুলোকে মোকাবিলা করেছি, তার ওপর। জানুয়ারিতে জেসিভা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর বিশ্বজুড়ে আলোচনা তৈরি হয়েছিল। অনেকে তখন নারীনেত্রীদের বিভিন্ন হয়রানি ও হুমকির মুখোমুখি হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে এনেছিলেন। জেসিভা আরডান এখন ক্রাইস্টচার্চ কল নামে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগের বিশেষ দূত হিসেবে কাজ করবেন। অনলাইনে সন্ত্রাসী ও হিসাসাত্মক কনটেন্টগুলো প্রতিরোধে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। ক্রাইস্টচার্চে সন্ত্রাসী হামলার পর জেসিভা আরডানই ক্রাইস্টচার্চ কল গড়ে তোলেন। প্রিন্স উইলিয়ামের আর্থশট প্রাইজ নামের পুরস্কার প্রদান বোড়েও তিনি যোগ দিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশবান্ধব কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এ বোর্ড থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

প্লাটিপাস অপহরণ, যুবক গ্রেপ্তার


 আটক ব্যক্তির হাতে তোয়ালে মোড়ানো প্লাটিপাস। ফটো : এএফপি

মেলবোর্ন, ৮ এপ্রিল : মানুষ অপহরণের কথা নিতাদিন শোনা যায়। কিন্তু প্রাণী অপহরণ? ঠিক এমন ঘটনাই ঘটল অস্ট্রেলিয়ায়। দেশটির কুইন্সল্যান্ডের ব্রিসবেনের উত্তরের মোরেফিল্ড শহরের একটি জলাশয় থেকে একটি প্লাটিপাস অপহরণ করেছিলেন ২৬ বছর বয়সী এক যুবক। এ জন্য পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করেছে।অস্ট্রেলিয়া প্লাটিপাসের আদি নিবাস। বলা হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে প্লাটিপাসের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বর্তমানে তিন লাখের মতো প্লাটিপাস রয়েছে। সংখ্যা কমতে থাকায় উদ্ভিন্ন বিজ্ঞানীরা। ফলে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর রয়েছে কর্তৃপক্ষের।গত মঙ্গলবার জলাশয় থেকে প্লাটিপাসটি ধরে সটকে পানে ওই যুবক। ওই যুবকের সঙ্গে এক নারীও ছিলেন। তাঁরা প্লাটিপাস নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েন। কেউ যাতে প্লাটিপাসটি দেখতে না পারে, সেই জন্য তোয়ালে দিয়ে মুড়িয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ট্রেনের অন্য যাত্রীরা প্লাটিপাসটি দেখে ফেলেন। ওই যাত্রীরাই পুলিশে খবর দেন। পরে ওই যুবককে পাকড়াও করে পুলিশ। তবে ওই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করেনি তারা। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার তাঁকে আদালতে নেওয়া হবে। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেই অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর জরিমানা গুনতে হতে পারে সর্বোচ্চ ২ লাখ ৮৯ হাজার মার্কিন ডলার। প্লাটিপাসের কাছ থেকে মানুষকে দূরে থাকতে বলার অন্যতম কারণ বিষ। এর বিধে মানুষ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি অন্য প্রাণীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি প্লাটিপাস যে পরিমাণ বিষ একবারে ছায়, তা একজনের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট।ওই যুবকের কাছে থাকা প্লাটিপাসটির ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা জানা যায়নি। কারণ পুলিশ বলছে, ওই ব্যক্তিকে আটকের পর প্লাটিপাসটি কাছাকাছি নদীতে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন বলছে, তারা প্লাটিপাসটি খুঁজে পায়নি। এদিকে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হলেও সঙ্গে থাকা নারীকে আটক করা হয়নি। তিনি এখন পুলিশকে সাহায্য করছেন। পুলিশ অবশ্য ওই নারীর পরিচয়ও প্রকাশ করেনি।

ইমরানের দলের সঙ্গে আলোচনা চায় বিলাওয়ালের দল, অন্যদের প্রত্যাখ্যান

ইসলামাবাদ, ৮ এপ্রিল : বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনার প্রশ্নে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যে বিভাজন দেখা দিয়েছে। বিলাওয়াল ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন দল পিপপি চাইছে, পাকিস্তানে চলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের অবসানে ইমরান খানের পিটিআইসহ বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা হোক। তবে জোটের বড় দুই রাজনৈতিক দল মুসলিম লিগ নওয়াজ (পিএমএল-এন) এবং জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলাম ফজল (জেইউআই-এফ) এ ধরনের উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে। শুক্রবার পিপপির মূল কমিটির একটি বৈঠক হয়। সে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, পিটিআইসহ বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে জোট সরকারের দলগুলোকে প্রস্তাব দেওয়া হবে।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এবং পিপপি চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো

শিশু ঘুমাতে চায়নি মার দেওয়ায় পরিচারিকার কারাদণ্ড

সিঙ্গাপুর, ৮ এপ্রিল : যমজ শিশুর দেখভালের জন্য একজন পরিচারিকা রাখা হয়েছিল। কিন্তু হঠা একদিন একটি শিশুকে মারধর করে ৩৩ বছর বয়সী ওই পরিচারিকা। শিশুটি ঘুমাতে চায়নি, কান্নাকাটি করছিল, তাই এমন কাণ্ড ঘটান তিনি। এজন্য কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছে তাঁকে।

ওই নারীকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ঘটনাটি ঘটেছে সিঙ্গাপুরে। সাজা পাওয়া ওই পরিচারিকার নাম মাসিতা খোরিদাতুররচমাহ। ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক তিনি। তবে সিঙ্গাপুরে কাজ করেন।

মাসিতার বিরুদ্ধে এক বছরের এক মেয়ে শিশুর সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ আচরণ করা ও শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় গত মঙ্গলবার দেশটির একটি আদালত তাঁকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালে যমজ শিশুর দেখভালের কাজটি পেয়েছিলেন মাসিতা। সারাদিন শিশু দুটির সঙ্গে থাকতেন তিনি। এর পাশাপাশি তিনি নিয়োগদাতার বাসায় পরিচারিকার কাজও করতেন।

২০২২ সালের ২৬ মে মাসিতা তাঁর নিয়োগদাতার মেয়ে শিশুকে মারধর করেন। ওই সময় মাসিতার নিয়োগদাতা নিজের আরেক সন্তানকে স্কুল থেকে আনার জন্য বেরিয়েছিলেন। বাসায় মাসিতা আর তাঁর নিয়োগদাতার যমজ দুই সন্তান ছিল। শিশু দুটিকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু একটি শিশু কিছুতেই ঘুমাতে চায়নি। এক পর্যায়ে মেজাজ হারিয়ে ওই শিশুটিকে মারধর করেন মাসিতা। এতে শিশুটির কপালে ক্ষত হয়।

আধা ঘণ্টা পর শিশুটির মা বাসার ফিরে আসেন। মেয়ে শিশুটির কপাল ও বাহুতে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান তিনি। পরে মাসিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি শিশুটিকে মারধর করার কথা স্বীকার করেন। ক্ষমাও চান।

তবে শিশুটির মা পুলিশ ডাকেন। বিষয়টি আদালত অবধি গড়ায়। অবশেষে রায়ে মাসিতার ছয় মাসের কারাদণ্ডের ঘোষণা দিয়েছেন আদালত।

মস্কো, ৮ এপ্রিল : রাশিয়ায় আটক যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক ইভান গার্শকোভিচের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ রুশ কর্তৃপক্ষের। দেশটির বার্তা সংস্থা তাস শুক্রবার এ খবর জানায়। একই সঙ্গে তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, গার্শকোভিচ তাঁর বিরুদ্ধে আনা গুপ্তচরবৃত্তির

অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। গত ৩০ মার্চ গার্শকোভিচকে রাশিয়ার ইয়েকাতেরিনবার্গ শহর থেকে আটক করে দেশটির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আটকের পরে ক্রেমলিন দাবি করেছিল, গুপ্তচরবৃত্তির চেষ্টাকালে গার্শকোভিচকে আটক করেছে তারা। তবে হোয়াইট হাউস তখন

ক্রেমলিনের এই অভিযোগ হাস্যকর আখ্যায়িত করে নিন্দা জানিয়েছিল। মস্কোর অদূরে ইয়েকাতেরিনবার্গ শহর থেকে ৩১ বছর বয়সী গার্শিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবি দাবি করে, গার্শকোভিচ গোপনে রাশিয়ার একটি সামরিক খাত

সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টার সময় তাঁকে হাতেনাতে আটক করা হয়। তাই তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির মামলা করা হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রের বরাতে তাস শুক্রবার জানান, এফএসবির তদন্তকারীরা গার্শকোভিচের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনেছেন। তাতে

বলা হয়েছে, গার্শকোভিচ দেশের (যুক্তরাষ্ট্র) স্বার্থে রাশিয়ার গোপন তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়েছে।

গ্রেপ্তারের পর গার্শকোভিচকে মস্কো আনা হয়েছে। ২৯ মে শুনানির আগপর্যন্ত দেখানেই তিনি বন্দী থাকবেন। দেয়ী সাবাস্ত

হলে গার্শকোভিচের সর্বোচ্চ ২০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। বলা হচ্ছে, সোভিয়েত-পরবর্তী সময়ে রাশিয়ায় গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রথম কোনো বিদেশি সাংবাদিক গার্শকোভিচ।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল গার্শকোভিচের বিরুদ্ধে আনা গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ

অস্বীকার এবং অবিলম্বে তাদের বিশৃষ্ট ও নিবেদিত প্রতিবেদকের মুক্তি দাবি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র গার্শকোভিচের বিরুদ্ধে আনীত গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগকে হাস্যকর আখ্যায়িত করে তাঁকে মুক্তি দিতে রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিন্কেন সম্প্রতি রুশ

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে ফোনালাপে গার্শকোভিচকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান। এদিকে হোয়াইট হাউস বলেছে, গার্শকোভিচের যে কনসুলার-সুবিধা পাওয়ার কথা, সেটা দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে রাশিয়া। কনসুলার-সুবিধা না পাওয়ার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই।

